# আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের

# আকিদা

ইমাম তাহাবী (রঃ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের

# আকীদা

- মূল আরবী -

ইমাম তাহাবী রঃ

জন্মঃ ২২৯ হিঃ মৃত্যুঃ ৩২১ হিঃ

অনুবাদ ও টীকা

অধ্যাপক মোঃ রুহুল আমীন

মূলের অনুবাদ সম্পাদনা

অধ্যাপক ডঃ আহমাদ আল-বান্নানী

মক্কা মুকাররমা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের

# আকীদা

ইমাম তাহাবী রঃ

প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪১৭ হিজরী
অগ্রহায়ণ ১৪০৩ বাংলা
ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইংরেজী

প্রকাশক
চেয়ারম্যান
ইসলামী প্রচার সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয় [illegible]
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রচ্ছদ
গোলাম [illegible]

কম্পিউটার কম্পোজ
মজুমদার কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
২৫৬, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

দাম
ত্রিশ টাকা মাত্র

# সূচী


১। আরম্ভ ৭

২। ইমাম তাহাবীর জীবনী ৯

৩। মূল অনুবাদ ও টীকা ১৭

৪। ইসলামে বিভিন্ন ফেরকার সূচনা ও পরিচয় ৯৩

৫। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় ১০৩

# আরম্ভ

আলহামদুলিল্লাহ। অনেক বছর অনুসন্ধানের পর অবশেষে 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের' আকীদার কিতাব "আল-আকীদাতুত্ ত্বাহাবীয়া" হাতে পেলাম। এগার শ' বছর পূর্বে এটি লিখিত। মূল অংশসহ এ কিতাবের ব্যাখ্যা ও টীকা লিখেছেন অনেক বিশ্ব বরেণ্য আলেম। এদের মধ্যে আরব জগতের প্রখ্যাত আলেম ইমাম আলী ইবনে আবিল ইযয আল আজরায়ী আল হানাফী (রঃ) (জন্ম ........ মৃত্যু ..............), ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম বিশ্ব বিখ্যাত আলেম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব (রঃ), ইসলামী দুনিয়ার বরেণ্য আলেম সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংস্থা "ইসলামী গবেষণা, ফাত্ওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ"-এর প্রধান আল্লামা শায়খ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বায এবং এযুগের সেরা মুহাদ্দিস মুহাম্মদ নাসেরুদ্দিন আলবানী অন্যতম। এরা সবাই ইমাম তাহাবী (রঃ)-এর কিতাবে উল্লেখিত আকীদা গুলোকে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা বলে স্বীকার করেছেন এবং হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, আহলে হাদীস এবং এসব মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ একথায় একমত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শত শত বছর ব্যাপী তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন।

মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি উম্মাত গড়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে গোটা মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব একই ব্যক্তির হাতে নিবদ্ধ ছিল। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়। একারণে ধর্ম ও রাজনীতির বিভক্তি সেযুগে কল্পনাতীত ছিল। তাই উম্মাহ এক নেতা, এক নীতি, এক দ্বীন, এক আদর্শ, এক দেশ এবং এক জামায়াতের অনুসারী ছিল। কিন্তু খেলাফতে রাশেদার পতনের পর আস্তে আস্তে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এবং উম্মাহর রাষ্ট্রীয় ও দ্বীনী নেতৃত্বে বিভক্তি আসে, দুটো আলাদা হয়ে যায়। এসব মতবিরোধ দূর করার ক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা তখন রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ছিলনা। এ মতবিরোধ বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দেয়। প্রথমত এসব ছিল নিছক রাজনৈতিক মতবাদ। পরে এসব মতবাদের সমর্থক দলগুলো তাদের মতবাদকে ধর্মীয় ভিত্তির উপর দাঁড় করায়। ধীরে ধীরে এসব দল ধর্মীয় ফেরকায় রূপান্তরিত হয়। এদের অনেকে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতাও পায়। সূচনাকালে এসব ফেরকা অনেক খুন-খারাবীতে লিপ্ত হয়। উমাইয়া ও আব্বাসী খিলাফত আমলে এসব ফেরকার পারস্পরিক বিরোধ ও বিতর্ক চরমে পৌঁছে যায়। যা মুসলমানদের জামায়াতী ঐক্য বিনষ্ট

করে। প্রতিটি বিতর্কের বিষয় নতুন নতুন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক সমস্যার জন্ম দেয়। প্রতিটি সমস্যা ও মতবাদ এক-একটি ফেরকার সৃষ্টি করে। এসব ফেরকা থেকে অসংখ্য ছোট ছোট উপফেরকার সৃষ্টি হয়। এ ফেরকাগুলোর মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার উদ্ভব হয়। এসব অসংখ্য ফেরকার মূলে ছিল ৪টি বড় ফেরকা- শিয়া, খারেজী, মুরজিয়া ও মুতাযিলা। কুরআন-হাদীসের প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে সেকালের আলেমগণ এসব ভ্রান্ত মতবাদের যুক্তি খণ্ডন করেন। ফলে এসব ভ্রান্ত ফেরকার অধিকাংশের বিলুপ্তি ঘটে। দুনিয়ার কিতাবের পাতায় ছাড়া তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উম্মাতের বৃহত্তম অংশ রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার মূলনীতি ও আদর্শের ওপর কায়েম থাকে। ধর্মীয় নেতৃত্বের অনুসরণে আজো এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। উম্মাহর এই ধারারই নাম 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত।' ধর্মীয় নেতৃত্বের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-ই এসব ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করেন এবং স্পষ্ট ভাবে আল-ফিকহুল আকবারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এসব আকীদা, মত ও পথ তুলে ধরা হয়। তাঁর এই মতামত এবং তাঁর দু'জন প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (রঃ) বর্ণিত আকায়েদের ভিত্তিতে ইমাম তাহাবী (রঃ) (জন্ম- ২৩৯ মৃত্যু ৩২১-হিঃ, মুতাবিক ৮৫৩-৯৩৩ খৃঃ) 'আকিদায়ে তাহাবীয়া' রচনা করেন। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদের একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। সংক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপক অর্থবোধক ও আকীদার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পথ নির্ধারক। বর্তমানে বিশ্বে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনেক ভ্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- ধর্মনিরপেক্ষতা, খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ, কাদিয়ানী মতবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র প্রভৃতি। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকায়েদ এবং এসব ভ্রান্ত মতবাদের উৎপত্তি, ভিত্তি, সংজ্ঞা, তাৎপর্য, বিশ্বাস ও মৌলিক ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই আজ আমরা দিশেহারা। যখন যে মতবাদ ইচ্ছা গ্রহণ-বর্জন করছি। এবং এরপরও নিজেকে খাঁটি সুন্নী মুসলমান বলে ভাবছি। নিজেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করছি। খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিবাদ তো এদেশের নিত্যদিনের ঘটনা। সুন্নী আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতাই এ জন্য দায়ী। তাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা গুলোর গুরুত্ব আজ অপরিসীম এবং ঈমান ও আকীদা ঠিক রাখার জন্য এগুলো জানা অপরিহার্য। এ অপরিহার্যতার তীব্র অনুভূতির ফলশ্রুতিই হল এ কিতাবের অনুবাদ ও প্রকাশনা।

# ইমাম তাহাবী রঃ

ইমাম তাহাবী (রঃ) এর পুরো নাম আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালাম আল-আযদী-আত্-তাহাবী। তিনি ইমাম, হাফেজ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ছিলেন। সংক্ষেপে ইমাম তাহাবী (রঃ) নামে পরিচিত ছিলেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে ইমাম তাহাবী (রাঃ) ২২৯ হিজরী সনে মিসরের 'তাহা' নামক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩২১ হিজরীতে ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মিসরে তিনি তাঁর মামা ইসমাইল ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-মুযনীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইমাম আল মুযনী ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর ছাত্র এবং বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির। ইমাম তাহাবী (রঃ)-ও প্রথমে শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে হানাফী মযহাবের শিক্ষকের নিকট উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। এসময় হানাফী ফিকাহর প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি ফিকাহ শাস্ত্র গুলো তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন এবং হানাফী মতে প্রভাবিত হন। এভাবে পরে বিশ বছর বয়সে তিনি হানাফী মযহাব গ্রহণ করেন। এটা প্রবৃত্তির কামনায় নয় বরং সত্যের অন্বেষায় এবং এর প্রাপ্তিতে। আর স্বজ্ঞানে ও দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে।

ইসলামী বিশ্বের খ্যাতমান আলেম, ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ একবাক্যে ইমাম তাহাবী (রঃ) কে হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের ইমাম, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মধ্যে ইবনে আসাকির (রঃ), ইবনে আবদুল বার (রঃ), আল্লামা সামআনী (রঃ), আল্লামা ইবনে জওযী (রঃ), হাফেজ যাহাবীর, আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর (রঃ), আল্লামা সুয়ুতী (রঃ), আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ), মুহাদ্দিস তাবারী (রঃ), খতীবে বাগদাদী (রঃ) ও শাহ আবদুল আযীয (রঃ) অন্যতম। তাঁদের কয়েক জনের উক্তি নিচে দেয়া হলঃ

* শাহ আবুদল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রঃ 'বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন' কিতাবে বলেন, "ইমাম তাহাবীর রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমেই তাঁর জ্ঞানের প্রসারতার সন্ধান পাওয়া যায় (তাঁর রচিত মুখতাসারে তাহাবী অধ্যয়ন করলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হানাফী মাযহাবের একজন মুকাল্লিদ মাত্র ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন

একজন মুজতাহিদ মুনতাসিব" (পৃ-১৪৪-৪৫)।

* সহীহ আল বুখারী শরীফের অন্যতম ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা নির্ণয়ে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে (ইজতেহাদ) ইমাম তাহাবী ছিলেন একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। হাদীসের বর্ণনা ও রিজালশাস্ত্রে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও সুনানগ্রন্থ রচয়িতাগণের ন্যায় তিনিও ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত এবং 'হুজ্জাত' হিসেবে গ্রহণীয়।

* ইবনে আসাকির তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে ইউনুসের মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, "ইমাম তাহাবী ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ও প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞাবান ফিকাহশাস্ত্রবিদ। পরবর্তীকালে তাঁর মত আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।" (৭ম খণ্ড, পৃ-৩৬৮)

* ইবনে আবদুল বার তাঁর 'আল জাওয়াহিরুল মুজিয়া' গ্রন্থে বলেন, "তিনি (ইমাম তাহাবী) সকল ফিকাহ শাস্ত্রবিদের মাযহাবসহ কুফাবাসী আলেমদের জীবন ইতিহাস ও ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন।

* হাফেজ যাহাবী তাঁর প্রসিদ্ধ জীবন চরিত 'সিয়ার আলামিন আন-নুবালা' কিতাবে বলেন, ইমাম তাহাবী ছিলেন একজন ইমাম, আল্লামা, মহান হাফেজে হাদীস এবং মিসরের অন্যতম স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও প্রতিষ্ঠিত ফিকাহশাস্ত্রবিদ... এই ইমামের গ্রন্থাবলী যে অধ্যয়ন করবে সে জ্ঞানের প্রশস্ততা ও তার সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারবে। (খণ্ড-১৫ পৃঃ-২৭)

* আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর আল বেদায়া গ্রন্থে বলেন, ইমাম তাহাবী ছিলেন হানাফী ফেকাহশাস্ত্রবিদ, বহু মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা একজন প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস এবং অন্যতম হাফেজে হাদীস।"(খণ্ড-১১ পৃঃ-১৮৬)

আল্লামা তাহাবী (রঃ) আকীদা, তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও ইতিহাসের উপর অনেক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। এর অনেক গুলোই প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি আকারেও রয়েছে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ

---

(١) ابن ماجه في كتاب الفتن- وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك.

১. আল্লামা আলবানী আলজেরিয়া এ হাদীস সম্পর্কে সহীহ। কেননা হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এটি আরো এক সূত্রে বর্ণিত। অনেক সাহাবী এ হাদীস সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

কিতাবগুলোর অন্যতম হল 'আকীদাতে তাহাবীয়া'। এটি আরবী ভাষায় লিখিত। সংক্ষিপ্ত হলেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। কুরআন সুন্নাহর আলোকে এবং সালাফে সালেহীনের আকীদার অনুসরণে লিখিত। চার মযহাব এবং আহলে হাদীসের অনুসারী আলেমগণের সর্বসম্মত রায়ে এ কিতাবে লিখিত আকীদা গুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতেরই আকীদা।

ইমাম তাহাবী-রহঃ-ই প্রথম আজ থেকে এগার শ বছর পূর্বে এ আকীদাগুলো সূত্রাকারে একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। মুসলিম জাহানের প্রায় সর্বত্রই এ কিতাবটি বিভিন্ন মাযহাব নির্বিশেষে সুন্নী জামায়াতের ওলামা ও সাধারণ পাঠকদের নিকট সমান গৃহীত, পঠিত ও সমাদৃত। এটির ন্যায় তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হল 'শারহু মা'আনিল আসার'। ভারতীয় উপমহাদেশ ও মিসর সহ বিভিন্ন দেশে এটি অসংখ্য বার মুদ্রিত ও ব্যাপক পরিচিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন মাদ্রাসায় এটি পাঠ্য এবং শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনুপম উপহার। এদু'টি কিতাব তাঁকে মুসলিম জাহানে স্মরণীয় করে রেখেছে। ঐতিহাসিক গণের মতে তাঁর লিখিত কিতাবের সংখ্যা ত্রিশের ঊর্ধ্বে।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যে আকীদার উপর ইসলামী সমাজ ও ইসলামী জামায়াত কায়েম করেছিলেন, মুসলিম উম্মাহ তার উপর আস্থাশীল। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যে সব আকীদা-বিশ্বাস ও মূলনীতি সর্বসম্মত ভাবে চালু ও গৃহীত হয়েছিল, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং সাধারণ মুসলমানদের বৃহত্তম অংশ সেগুলোকে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ বলে বিশ্বাস করে আসছেন। তা করতে মুসলমানরা বাধ্য। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ-

عن عبدالله بن عمر رضـ قال قال رسول الله صلى عليه
وسلم إن بنى اسرائيل تفرقت على اثنتى وسبعين ملة
وستفرق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الا
ملة واحدة - قالوا من هى يارسول الله قال ما انا عليه واصحابى-
(رواه الترمذى)

তরজমা ঃ- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ্

(সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া আর সব ফেরকা জাহান্নামে যাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সে দল কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, আমার এবং আমার সাহাবীদের নীতির উপর যে দল প্রতিষ্ঠিত। (তিরমিযী)

عن معاوية بن ابى سفيان رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة – ان هذه الامة ستفترق على ثلث وسبعين ملة (يعنى على الاهواء) كلها فى النار الا واحدة – وهى الجماعة – ابوداود – ٤٥٩٧ – فى سننه – باب شرح السنه – والدارمى– ٢٥٢١ السير ما فى افتراق هذه الامة واحمد فى المسند ٤/١٠٢ –واسناده صحيح – قوله الكتابين هو عند احمد –)

ব্যাখ্যা ঃ- হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় দু'টি আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টানরা) তাদের ধর্মে বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। আর আমার এই উম্মত অনতিকাল পরে বিভক্ত হবে তিয়াত্তর ফেরকায় (অর্থাৎ লালসা প্রসূত)। একটি দল ভিন্ন অন্য সবাই যাবে জাহান্নামে। আর সে একটি হলো 'আল-জামায়াত'। (আবু দাউদ, দারেমী, আহমদ)।

عن عبد الله بن عمرو رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتينّ على امتي ما اتي على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتي امّه علانيةً كان من امتى من يصنع ذلك – وان بنى اسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملةً وتفترق امتى على ثلث وسبعين ملة – كلهم فى النار الا ملةً واحدة – قالوا من هى يارسول الله – قال من انا عليه واصحابى – (رواه الترمذى – ٢٦٤٣ وقال هذا حديث حسن غريب) (١)

অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের যে অবস্থা হয়েছিল আমার উম্মতের অবশ্যই হুবহু সে অবস্থা হবে। এমন কি তাদের কেউ প্রকাশ্যে তার মায়ের উপর পতিত হলে আমার উম্মতের লোকও তা করবে। বনী ইসরাঈল ৭২ ফেরকায় ভাগ হয়েছে। আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফেরকায়। একটি দল ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামে যাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সে দল কোনটি? তিনি বললেন, যে নীতির উপর আমি ও আমার সাহাবারা আছি। (তিরমিযী)

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ নীতি ও পথ অনুসরণ করতে চায় সে যেন মৃত ব্যক্তিদের নীতি অনুসরণ করে। কেননা জীবিতরা ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। সেই মৃত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবীগণ (রাঃ)। তাঁরা ছিলেন উম্মতের সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি। অন্তর দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় নেককার, জ্ঞান ও ইলমের দিক দিয়ে সর্বাধিক গভীর জ্ঞানের অধিকারী, আর তাদের মধ্যে লৌকিকতা ছিলনা বললেই চলে। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে তাঁর নবীর সাথী ও সাহায্যকারী হওয়া এবং তাঁর দীন কায়েম করার জন্যেই মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের মর্যাদা চিনে নেও। তাঁদের কথায় তাঁদেরকে অনুসরণ কর। তাঁদের দীন ও চরিত্র যথাসম্ভব দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর। কেননা তাঁরাই ছিলেন সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত (শরহে আকীদাতুত ত্বাহাবীয়া ইবনে আবিল ইয্য, [illegible] পৃঃ ৪৩২।

সত্যিকার ইসলামের সঠিক আকীদা বিশ্বাস অতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট এবং সহজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ), কুরআন-সুন্নাহ ও সালফে সালেহীন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাবে ইসলামী আকীদাগুলো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। মনগড়া কল্পনা ও বানোয়াট ধারণার কোন স্থান এতে নেই। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বর্ণিত ইসলামী আকীদা বিশ্বাস বর্জন করে নিজেদের কল্পনা ও চিন্তা চেতনার আলোকে নতুন নতুন আকীদা রচনা করে কিছু লোক অতীতে যেমন বিভিন্ন ফিতনা সৃষ্টি করেছে, বর্তমানেও অনেকে তা করে চলেছে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে গোমরাহীর পথে নিয়ে যাচ্ছে ও যাবে। উম্মতের মাঝে নানারকম বিভক্তি বিশৃংখলা ও কুফরের জন্য দায়ী

ইমাম তাহাবী রঃ এর যুগে এ আকীদাগুলোর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিলনা কারণ তখন ইসলামী রাষ্ট্র ছিল ইসলামী সরকার ছিল কুরআন সুন্নাহর আইন চালু ছিল ইসলামী শিক্ষা ছিল ইসলামী শাসন ও বিচার ছিল একটি খলীফার নেতৃত্বে গোটা মুসলিম উম্মাহ একই আকাইদের অনুসারী ছিল। তখন বিশ্বে মুসলমানরাই একক শক্তি ছিল [illegible] ছিল ইসলামের এসব পরিভাষা ও আকীদার অর্থ ও মর্ম মুসলমানদের জানা ছিল ব্যাখ্যার তখন দরকার পড়েনি। তাই ইমাম তাহাবী রঃ কেবল সংক্ষেপে আকীদা গুলোই লিখে গেছেন। কোনটির ব্যাখ্যা দেন নি কিন্তু [illegible] বর্তমান যুগে আকীদা ও আমলের ব্যাপারে এসব ইসলামী পরিভাষা ও আকীদা মুসলমানদের নিকট প্রায় অপরিচিত হয়ে পড়েছে তাই আজ এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। এখানে এ বই এর আকীদাগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও শাব্দিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং [illegible] আকীদা সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান [illegible] ও [illegible] অনুবাদসহ বিভিন্ন ব্যাখ্যা [illegible] সংশোধন করা হয়েছে মূল কিতাবের মাঝে বাংলা আকীদাগুলো [illegible] আকীদা [illegible] ইসলামী [illegible] পরিচালক [illegible] মুহাদ্দিস [illegible] বাংলাদেশ কুরআন [illegible] ইসলামিক [illegible] ইসলামী শিক্ষা ইন্সটিটিউটের [illegible] ধন্যবাদ জানাচ্ছি [illegible]

[illegible] আকীদা [illegible] এবং [illegible] ইসলামিক [illegible] নিকট কৃতজ্ঞ [illegible]

তাং ১৮ [illegible] ইং

মোঃ [illegible]

[illegible]

ইসলাম প্রচার সমিতি

بسم الله الرحمن الرحيم

[পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله

١ ان الله واحد لا شريك له

অনুবাদঃ আল্লাহ তায়ালার তাওফীক লাভের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আমরা আল্লাহর তাওহীদ* অর্থাৎ একত্ববাদ সম্পর্কে বলছি।

১. নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এক, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

---

টীকাঃ * তাওহীদ ঃ তাওহীদ ইসলামের ইমারত, প্রধান স্তম্ভ বা খুঁটি, ঈমানের প্রথম ভিত্তি, নবী রাসূলগণের প্রথম দাওয়াত, মুসলমানদের প্রথম সাক্ষ্য ও আকীদা, তাওহীদী জনতার ঐক্যের প্রতীক, ঐক্যের প্রাণ এবং যাবতীয় আমল ও ক্রিয়াকর্মের মূল।

তাওহীদ-এর মূল ধাতু হলো আরবী وحد ওয়াহদুন, যার অর্থ এক। তাওহীদ মানে এক মানা ও এক স্বীকার করা, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে এক, একক ও অদ্বিতীয় বলা ও মনে প্রাণে একত্বে ও একচ্ছত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি ওয়াজিবুল ওজুদ, তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য, তিনি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। তিনিই একমাত্র বিশ্ব ও বিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, ব্যবস্থাপক, মহা পরিচালক, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এসব ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। দুনিয়া আখেরাত তথা সৃষ্টির সব ব্যাপারে তিনিই একমাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী ও ক্ষমতাবান, সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। কথা ও কাজে উল্লেখিত সব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার একক অধিকার ও ক্ষমতায় দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো তাওহীদ। এসব ব্যাপারে কোন ব্যক্তি, শক্তি বা গোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালার অংশীদার মনে করলে সমস্ত ঈমানই বরবাদ হয়ে যায়। এতে সব উলামাই একমত।

আল্লাহ তায়ালার রাসূল ও প্রতিনিধি হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের

بسم الله الرحمن الرحيم

[পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله :

١ - إن الله واحد لا شريك له

তরজমাঃ আল্লাহ তায়ালার তাওফীক লাভের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আমরা আল্লাহর তাওহীদ* অর্থাৎ একত্ববাদ সম্পর্কে বলছি;

১। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এক, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

---

টীকাঃ * তাওহীদ : তাওহীদ ইসলামের উৎস, প্রধান স্তম্ভ বা খুঁটি ঈমানের প্রথম ভিত্তি, নবী রাসূলগণের প্রথম দাওয়াত, মুসলমানদের প্রথম সাক্ষ্য ও আকীদা, তাওহীদী জনতার ঐক্যের প্রতীক, শিক্ষার মূল এবং যাবতীয় আমল ও ক্রিয়াকর্মের মূল।

তাওহীদ-এর মূল ধাতু হলো আরবী وحد (ওয়াহদুন) যার অর্থ এক। তাওহীদ মানে এক মানা ও এক স্বীকার করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে এক, একক ও অদ্বিতীয় বলা ও মনে প্রাণে একত্ব ও এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি অনাদি অনন্ত, তাঁর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। তিনি স্বয়ং স্বয়ম্ভূ, অবিনশ্বর, তিনিই একমাত্র বিশ্ব ও বিশ্বে যা কিছু আছে সব কিছুর স্রষ্টা, রক্ষক ও রিযিকদাতা, পালনকর্তা, ব্যবস্থাপক, মহা পরিচালক, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এসব ব্যাপারে তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। দুনিয়া আখিরাতে তাঁর সৃষ্টির সব ব্যাপারে তিনিই একমাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী ও ক্ষমতাবান, সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। কথা ও কাজে উল্লেখিত সব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার একক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো তাওহীদ। এসব ব্যাপারে কোন ব্যক্তি, শক্তি বা গোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালার অংশীদার মনে করলে সমস্ত ঈমানই বরবাদ হয়ে যায়। এতে সব উলামাই একমত।

আল্লাহ তায়ালার রাসূল ও প্রতিনিধি হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর

٢ ولاشئ مثله

٣ ولاشئ يعجزه

**তরজমা:**

২. তাঁর মতো কোন কিছুই নেই

৩. কোন কিছু তাঁকে অক্ষম করতে সক্ষম নয়

---

আনুগত্য লাভের অধিকারী। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) বিধানই হচ্ছে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বিধান। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে, দিক ও বিভাগে এই বিধানের আনুগত্য বর্জিত অন্য কোন মত ও পথ মানা যেতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন এ বিধানে, মত ও পথেরই অনুসারী ছিলেন। যারা এ বিধান, মত ও পথের অনুসারী হবে তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত।

তাওহীদের চারটি দিক রয়েছে:

ক. আল্লাহ তা'আলার মূল সত্তা, খ. তাঁর গুণাবলী, গ. তাঁর ইখতিয়ারাত বা ক্ষমতা সমূহ এবং ঘ. তাঁর হুকুক বা অধিকার সমূহ। এ চারটি বিষয়ে কাউকে শরীক করা যাবে না। নিরংকুশভাবে আল্লাহরই জন্য এ চারটি বিষয়কে নির্দিষ্ট রাখতে হবে। তাঁর মূল সত্তায়, তাঁর গুণাবলীতে, তাঁর ইখতিয়ারাত বা তাঁর অধিকারের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরীক মনে করাই শিরক।

ক. খোদায়ীর ব্যাপারে কাউকে অংশীদার মনে করা আল্লাহর মূল সত্তায় শিরক হয়। যেমন খৃষ্টানদের তিন খোদার বিশ্বাস, অন্যান্য মুশরিকদের দেব-দেবীকে বা নিজেদের রাজা, বাদশা বা শাসক শ্রেণীর বংশ বা সত্তার অংশ মনে করা ইত্যাদি।

খ. আল্লাহর বিশেষ গুণাবলী যেমনভাবে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সেগুলো বা তার কোন একটি তেমনি ভাবে অপর কারো মধ্যে আছে বলে বিশ্বাস করাও শিরক হয়। যেমন কেউ গায়েব জানে বা পার্থিব জগতের সব তত্ত্ব ও তথ্য তার কাছে স্পষ্ট কিংবা সে সব কিছু জানে, শোনে বা সে সকল প্রকার দুর্বলতা, অক্ষমতা ও সব দোষ-ত্রুটি মুক্ত এ রূপ মনে করা শিরক।

গ. আল্লাহর জন্য বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট ক্ষমতা-ইখতিয়ার সমূহ বা এসবের কোনটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আছে বলে মেনে নেয়া শিরক। যেমন, অতি

৪ ولا اله غيره

৫ قديم بلا ابتداء - دائم بلا انتهاء -

তরজমা:

৪. তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অর্থাৎ তিনি ছাড়া কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই

৫. তিনি আদিহীন অনাদি, তিনি অন্তহীন চিরন্তন, অর্থাৎ তাঁর আগেও কেউ নেই কিছু নেই, তাঁর শেষও নেই।

---

প্রাকৃত উপায়ে উপকার করা, প্রয়োজন পূরণ, অভাব মোচন, সাহায্য-সহায়তা, হেফাজত, দোয়া কবুল, ভাগ্য গড়া ও নষ্ট করা, কোন কিছু হালাল হারাম জায়েয নাজায়েয করা এবং মানব জীবনের জন্য আইন কানুন ও বিধি বিধান রচনা করা। মূলত এসবই আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা। এর কোন একটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আছে বলে মেনে নেয়াই ইলমী শিরক।

২. বান্দাদের উপর আল্লাহর যেসব বিশেষ অধিকার রয়েছে সেসব বা তার কোন একটি অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য মেনে নেয়া শিরক। যেমন, রুকু, সিজদা, হাত জোড় করে মাথা নীচু করে দাঁড়ানো, নিয়ামতের শোকর বা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মানত করা, নযর নিয়াজ ও বলি দেয়া, প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ মুক্তির আশায় মানত মানা, বিপদ মুসিবতে মুক্তি দিতে শরণ গ্রহণ করে সাহায্য চাওয়া প্রভৃতি একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট তাঁরই অধিকার। অন্য কারো এরূপ কোন অধিকার আছে মনে করা শিরক। তেমনি আল্লাহর ভয় ও ভালবাসার চেয়ে অন্য কারো ভয় ও ভালবাসাকে স্থান দেয়া। অন্য কারো ভয়, ভালবাসা ও আনুগত্য আল্লাহর দেয়া শর্তাধীন হবে, শর্তহীন নয়। শুধু মাত্র ও নিঃশর্ত আনুগত্য কেবল তাঁর নির্দেশকেই মান্য করতে হবে। তাঁর প্রতি বিধানের সনদ ও অনুমোদন ছাড়া অন্য কারো আইন বিধান মানা যাবে না। এসব অধিকারের কোন একটি অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া বা অন্য কারো এরূপ কোন অধিকার আছে বলে মনে করা শিরক। আল্লাহর কোন নামে তাকে নামকরণ করা হোক বা না হোক, তাতে কিছু আসে যায় না।

১. তাওহীদের দাওয়াতই ছিল সব নবীর প্রথম দাওয়াত। হযরত নূহ আঃ থেকে সব নবীই এ দাওয়াত দিয়েছেন। [illegible]

٦- لايفنى ولايبيد

٧- ولايكون الامايريد-

৬. তাঁর বিনাশ নেই অর্থাৎ তিনি অক্ষয়, অব্যয় ও অবিনাশী। তাঁর বিলোপ নেই অর্থাৎ ক্ষয় নেই, লয় নেই, পতন নেই।

৭. তিনি যা চান কেবল তা-ই হয়।

---

يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই' (সূরা আল-আরাফ)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

'আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে মানুষের সাথে লড়াই ও যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। (বুখারী- ১ম খিলদ পৃষ্ঠা- ৭০-৭৭, ঈমান, মুসলিম ঈমান আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত)

আল্লাহ্ তায়ালার একক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য। তাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

'হে নবী বলুন, তিনি আল্লাহ্ একক। (আল-ইখলাস-১)

আল্লাহ্ তায়ালার গুণ বাচক নাম ৯৯টি। এগুলোর উপর ঈমান আনতে হবে।

لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

'তার জন্য অতীব উত্তম ও সুন্দর সুন্দর (গুণবাচক) নাম সমূহ রয়েছে' (আল-হাশর-২৪)

কুরআন মজীদ এবং তিরমিযি শরীফ ও ইবনে মাজাহ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে এ নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

আসমান যমীনের স্রষ্টা তিনিই-

٨- لاتبلغه الاوهام ولاتدركه الافهام -

٩- ولايشبه الأنام -

١٠- حى لايموت - قيوم لاينام -

١١- خالق بلا حاجة - رازق بلا مؤنة -

١٢- مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة -

৮ তিনি ধারণা, কল্পনা ও অনুমানের বাইরে এবং আকল-বুদ্ধির অগম্য অর্থাৎ তিনি বুদ্ধি গ্রাহ্য নন।

৯ তিনি সৃষ্টি কুলের সদৃশ নন।

১০ তিনি শাশ্বত ও চিরঞ্জীব। তাঁর কোন মৃত্যু নেই, তিনি চিরস্থায়ী গোটা সৃষ্টি লোককে দৃঢ় ভাবে ধারণ করে আছেন। তাঁর নিদ্রা নেই (তন্দ্রাও নেই)

১১ তিনি (সব কিছুর) স্রষ্টা, অথচ তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনি রিযিকদাতা, সকল কে রিযিক তিনিই দেন। অথচ এতে তাঁর কোনই কষ্ট হয়না।

১২ তিনি নির্ভয়ে মৃত্যু দাতা। বিন্দুমাত্র কষ্ট ছাড়াই তিনি (সবাইকে) পুনরুজ্জীবিত করবেন।

---

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ -

'এবং তিনিই সব আসমান ও যমীনকে যথাযথ ভাবে সৃষ্টি করেছেন।'

(আল-আন'আম-৭৩)

২ সব কিছু তাঁর, হুকুমও চলবে তাঁর।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ -

'সাবধান সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও তাঁরই। (আল-আ'রাফ-৫৪)

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ -

আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা তিনিই করেন

(আস-সাজদাহ্-৫)

৩ বিশ্ব জাহানে সর্বত্র সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার। তা ছাড়া

١٣ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه - لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته ازليًا كذلك لايزال عليها أبديًا

١٤ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق - ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارى -

১৩ সমগ্র সৃষ্টি লোক সৃষ্টি করার পূর্বেই তিনি তাঁর সমস্ত গুণাবলী সহ অনাদিকাল থেকেই শাশ্বত সত্তারূপে বিদ্যমান আছেন। অস্তিত্বহীনতা থেকে মাখলুকের অস্তিত্ব লাভের কারণে তাঁর গুণে কোন সংযোজন ঘটেনি। যে ভাবে তিনি তাঁর যাবতীয় গুণাবলী সহ শাশ্বত ও অনাদি তেমনি তিনি সমস্ত গুনাবলী সহ অনন্ত ও চিরন্তন।

১৪ মাখলুক কে সৃষ্টি করার পরেই কেবল তাঁর নাম খালেক বা স্রষ্টা হয়নি। (বরং সৃষ্টির পূর্বেও অনাদিকালেই তিনি এ স্রষ্টা গুণে গুণান্বিত) তদ্রূপ এ সৃষ্টি পরিকল্পনাকে অস্তিত্ব দান ও বাস্তবায়নের কারণেই তিনি বারী বা বাস্তবায়নকারী ও বাস্তব রূপ দানকারী নামের অধিকারী হননি (বরং অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী এ গুণে তিনি গুণমণ্ডিত)।

---

কারো নেই হতেও পারেনা তাঁর সার্বভৌমত্বে অংশীদারও কেউ নেই

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

তুমি কি জাননা যে, আসমান-যমীনের বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর? (আল-বাকারা- ১০৭)

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ -

এবং বাদশাহীতে ও শাসন কর্তৃত্বে তাঁর কোন শরীক নেই (আল-ফুরকান—২)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া আর কারো ফয়সালার ও হুকুম দেয়ার ইখতিয়ার নেই

١٥ لهمعنى الربوبية ولامربوب ومعنى الخالق ولامخلوق -

١٦- وكما أنه محيى الموتى بعد ما أحيا - استحق هذا الاسم قبل حياتهم - كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.

১৫. প্রতিপালন ব্যতীতই (অনাদি কাল থেকেই) তিনি প্রতিপালকরূপে ভূষিত। অনুরূপ মাখলুক বা সৃষ্টির অবিদ্যমানেও তিনি খালেক বা স্রষ্টা গুণের অধিকারী।

১৬. তিনি মাখলুককে জীবনদানের পর মৃত্যু দান করবেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করবেন। কিন্তু মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানের পূর্বেই তিনি محى বা জীবনদানকারী এ নাম পাওয়ার যোগ্য। তেমনি মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই তিনি খালেক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা নামীয় গুণের অধিকারী।

---

(আল-আন-'আম)-৫৯)

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ -

আল্লাহ্ ফয়সালা করেন (হুকুম দেন), তাঁর ফয়সালা পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। (আর-রা'দ-৪১)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

হে নবী, বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার সব ইবাদত-বন্দেগী ও কুরবানী, আমার জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। এ বিষয়েরই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলমান হলাম। (আল-আন'আম- ১৬২-৬৩)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ

١٧- ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

١٨- خلق الخلق بعلمه

١٩- وقدر لهم أقدارا -

১৭ এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান এবং গোটা সৃষ্টিলোকের সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। সব বিষয়ই তাঁর নিকট অতিসহজ। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -

"তাঁর অনুরূপ কোন কিছুই নেই এবং তিনি সব কিছুই শোনেন ও দেখেন।" (আশ-শূরা-১১)

১৮ আল্লাহ তায়ালা নিজ জ্ঞানে মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ তাঁর ইলম চিরন্তন। যখন কোন কিছু করেন, তার এই ইলম তখন নতুনভাবে অর্জিত হয়না)।

১৯ তিনি মাখলুকাতের তাকদীর বা পরিমাপ নির্ধারণ ও ভাগ্যের ফয়সালা করেছেন

---

অতঃপর আমি তোমাকে দীনের এক বিশেষ তরীকা ও শরীয়াতের ওপর স্থাপন করলাম সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ কর। আর যাদের ইলম নেই জাহেল, তাদের খাহেশের অনুসরণ করোনা। (আল-জাসিয়া-১৮)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহর নাযিল করা বিধান মুতাবিক যারা ফয়সালা করেনা, তারা কাফের (আল-মায়েদা-৪৪)

ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক যে কোন বিষয়ে আল্লাহর বিধানের বিপরীত ফয়সালা, হুকুম নির্দেশ বা আইন রচনা করা কেবল হারামই নয়, বরং

٢- وضرب لهم آجالا -

٢١- ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم - وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم

২০. তিনি সকলের মৃত্যুর ও শেষ পরিণতির ক্ষণটাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন

২১. মাখলুকাত সৃষ্টি করার আগে তাদের কোন কিছুই আল্লাহ তায়ালার কাছে গোপন ও অজানা ছিলনা। এবং তারা কে কি করবে, তাদের সৃষ্টির পূর্বেও তিনি তা জানতেন।

---

কুফরী গোমরাহী, জুলুম, শিরক ফাসেকী (সূরা মায়েদার ৪৪-৪৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত আয়াত গুলোর সমর্থনে আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে, হাদীস রয়েছে অগণিত। এসব ব্যাপারে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা জনগণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়। যারা এ মতে বিশ্বাসী নয় তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটাই তাওহীদের মর্মবাণী। ইমাম তাহাবী (রঃ) এর তাওহীদ সংক্রান্ত সুন্নী আকীদার এটাই সার কথা

٢٢- وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته -

২২. তিনি সবাইকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নাফরমানি করতে ও অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন

---

টীকা:

২২। জীবনের সব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর বিধানই মানতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই নাফরমানী করা যাবে না।

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

তোমাদের রবের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ কর তা বাদ দিয়ে তোমাদের নেতাদের অনুসরণ করো না। (আল-আ'রাফ-৩)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ -

আল্লাহ ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন; এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছেন (আন-নাহল-৯০)

٢٣ وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ – لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان – وما لم يشأ لم يكن

٢٤ يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء – ويخذل ويبتلي عدلا –

٢٥ وكلهم يتقلبون في مشيئته – بين فضله وعدله

٢٦ – وهو متعال عن الأضداد والأنداد –

٢٧ – ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره –

তরজমা:

২৩. সব কিছুই আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ (তাকদীর) এবং ইচ্ছা অনুসারে চালিত হয়। আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর হয়েই থাকে। বান্দার ইচ্ছা কেবল ততটুকুই কার্যকর হয়, আল্লাহ যতটুকু তাদের জন্য ইচ্ছা করেন। সুতরাং তিনি বান্দাদের জন্য যা চান, তাই হয়, আর যা চান না, তা হয় না।

২৪. আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে যাকে চান হেদায়াত দেন, বিপদে বাঁচান এবং নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করেন। আর তিনি যাকে চান, সম্পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাকে গোমরাহ ও অপমানিত করেন, নানারূপ পরীক্ষায় ফেলেন।

২৫. আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছার গন্ডিতেই তাঁর ইনসাফ ও অনুগ্রহের মাঝেই সবাই আবর্তিত হয়ে থাকে।

২৬. আল্লাহ তায়ালা কারো প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শরীক ও সমকক্ষ হওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে।

২৭. না পারে কেউ তাঁর কোন ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত রদ করতে, আর না পারে কেউ তাঁর কোন হুকুম মুলতবি রাখতে (তিনি অজেয়।) তাঁর কোন ফরমান ও আদেশকে পরাভূত ও প্রভাবিত করার কেউ নেই।

٢٨- آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده -

٢٩ وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى -

২৮ (তাওহীদ সংক্রান্ত) উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির উপর আমরা দৃঢ় ঈমান এনেছি। আমরা দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করেছি যে, সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকেই হয়ে থাকে।

২৯ নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত বান্দাহ, তাঁর নির্বাচিত নবী ও পছন্দনীয় রাসূল।

---

টীকা : ২৯ রাসূলের (সাঃ) প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে প্রতি কদমে, সব কাজে প্রত্যেক যুগে রাসূল (সাঃ) কে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি ও রাসূল হিসেবে বাধ্যতামূলক ভাবে মেনে চলা। তাঁর পদাংক অনুসরণ করা। এ সবই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। আল্লাহ বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ -

অর্থ : মূলত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের আদেশ নিষেধ মান্য করা হয় (আন্-নিসা-৬৪)

জীবনের কোন ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর বিপরীত অন্য কারো আনুগত্য করা আদেশ নিষেধ মানা ও অনুসরণ করা স্বয়ং রাসূল (সাঃ) কে অস্বীকার করারই নামান্তর। বস্তুত রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা মুনাফেকী এবং এর বিরোধিতা করা কুফরী।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে যে দীন পাঠিয়েছেন, তার নাম ইসলাম ইসলামের অর্থ নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সামনে, তাঁর আনুগত্যে সোপর্দ করে দেয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

٣٠- وأنه خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين

٣١ وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى -

৩০। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী, মুত্তাকীদের নেতা, নবী রাসূলগণের সর্দার এবং রাব্বুল আলামীনের হাবীব (ঘনিষ্ঠ বন্ধু)।

৩১। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পর নবুওয়াতীর সব দাবী, সবই মিথ্যা ও ভ্রান্ত এবং প্রবৃত্তি প্রসূত ও লালসা

---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً - وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ - إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ -

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন (আল বাক্বারা- ২০৮)

আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এখানে ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এর দুটি অর্থ দাঁড়ায়। প্রথম হল ادْخُلُوا র মধ্যে (তোমরা প্রবেশ কর) এতে যে 'তোমরা' সর্বনাম রয়েছে তার অবস্থার জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে যে سلم শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে।

প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াবে: তোমরা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের মধ্যে যা কিছু দিয়েছেন- তোমাদের হাত-পা, চোখ, কান, মন-মস্তিষ্ক সব কিছুই যেন ইসলামের ভিতর এবং আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়। এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তোমরা ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করে যাচ্ছ, অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের বিধি বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট। কিন্তু হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া কর্ম তার

٢٢ وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء -

৩২। তিনি গোটা মানব গোষ্ঠী ও জিন জাতির প্রতি সত্য জীবন ব্যবস্থা ও হিদায়াত এবং নূর ও আলো সহ প্রেরিত হয়েছেন

---

বিরুদ্ধে ও বিপরীত।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে: তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের আলোকেই রয়েছে এর হুকুম-আহকাম। তোমরা ইসলামের কিছু বিধান মেনে নিবে আর কিছু মানতে ইতস্তত করবে বা বাকি রাখবেনা-তা চলবেনা। সুতরাং ইসলামের এবং এর বিধানের সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথে হোক কিংবা ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের সাথে হোক, যেমন আচার-অনুষ্ঠান, কাজ কারবার, লেন-দেন, চাকরী বাকরী, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, বিচার আদালত, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতির সাথেই হোক সব ব্যাপারে ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে, তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও

বস্তুত ইসলামের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম মানব জীবনের যে কোন দিক ও বিভাগ সংক্রান্তই হোকনা কেন: যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি নিষ্ঠা সহকারে সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকৃতি না দেবে এবং বাস্তবে মেনে না চলবে সে পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা কেউ অর্জন করতে পারবেনা।

আয়াতের শেষাংশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, জীবনের যে ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান মানা হবেনা, অন্য কিছু মানা হবে, সেটাই হবে শয়তানের বিধান এবং তখনই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হবে। তা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন

ইসলামী জীবন যাপন থেকে তিন ভাবে মুখ ফিরানো হয়ে থাকে, বাধ্য হয়ে, প্রবৃত্তির তাড়নায় কিংবা অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশতঃ। যেমন: ক. কেউ বাধ্য হয়ে মদ, সুদ বা শূকরের গোশত খেল, বা খ. প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে বা এর তাড়নায় কোন না জায়েজ কাজ করে বসলো কিংবা গ. পারিপার্শ্বিকতার কারণে

٣٣ وإن القرآن كلام الله - منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا - وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر - حيث قال تعالى سَأُصْلِيهِ سَقَرَ فلما أوعد الله بسقر لمن قال إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (المدثر - ٢٥) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر -

**তরজমাঃ**

৩৩। নিশ্চয়ই কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম, আল্লাহ্ তায়ালা থেকেই বাণী হিসেবে কোনরূপ অবস্থা ও আকার আকৃতি ছাড়াই এর প্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ তায়ালা ওহী হিসেবে তার রাসূল সাঃ এর উপর তা নাযিল করেছেন। মুমিনগণ এ হিসেবেই যথার্থ ওহী বলে কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে এবং প্রকৃতই যে এটি আল্লাহর কালাম, তার উপর দৃঢ় প্রত্যয় এনেছে। তবে এটি সৃষ্টিকুলের কথার মতো সৃষ্ট নয় (বরং আল্লাহর সৃষ্টিহীন বাণী এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত একটি গুণ) সুতরাং কেউ এই কালাম শোনার পর যদি ধারণা করে যে এটি মানুষের কথা, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের। আল্লাহ্ তায়ালা এরূপ লোকের নিন্দা করেছেন, তাদের দোষ বর্ণনা করেছেন এবং জাহান্নামের শাস্তির ধমক দিয়েছেন। যেমন বলেছেন سَأُصْلِيهِ سَقَرَ। আমি তাকে নরক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব (আল মুদ্দাসসির ২৬) সুতরাং যে লোক বলবে إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (এটি তো মানুষের কথা ছাড়া কিছুই নয় আল মুদ্দাসসির ২৫) (তাকে যখন আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে ছুড়ে মারার ধমক দিয়েছেন,) তখন নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা হয়ে গেল এবং স্থির বিশ্বাস হল যে, নিশ্চয়ই কুরআন মজীদ মানুষের নয়, মানুষের স্রষ্টার কালাম এবং মানুষের কালামের সাথে এর কোন সাদৃশ্য নেই

٢٤- ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر
- فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر
وعلم انه بصفاته ليس كالبشر

৩৪। যে ব্যক্তি মানবীয় গুণাবলীর কোন গুণ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালাকে বিশেষিত করবে সে কাফের হয়ে যাবে। (কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজ সত্তায় ও গুণাবলীতে সৃষ্টি থেকে আলাদা) অতএব যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টির সাথে কাজ করবে সে শিক্ষা লাভে ধন্য হবে এবং কাফেরদের ন্যায় অবান্তর কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গুণাবলীতে যে অনন্য মনুষ্য সদৃশ নন এই সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

---

আমাদের সমাজে [illegible] প্রথম অবস্থায় এরূপ কাজ পরিহার করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত, দ্বিতীয় অবস্থায় সাথে সাথে তাওবা করা দরকার। আর তৃতীয় অবস্থায় যথাশীঘ্র সম্ভব নিজেকে পাপমুক্ত করা কর্তব্য। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি মন [illegible] সেই ময়লার স্তূপের উপর পাক [illegible] বিছানা [illegible] করতে থাকে নামায পড়া শুরু করে, নামায রোযা [illegible] এবং নিজেকে একজন খাঁটি মুসলমান বলে মনে মনে [illegible] বোধ করতে থাকে তবে অবশ্যই সে ভুল করবে

আল্লাহর বিধান মানুষের নিকট পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম তাঁর রাসূল (সাঃ) রাসূল (সাঃ) তাঁর কথা ও কাজে এই বিধানের বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন তিনি আল্লাহর আইনগত সার্বভৌমত্বের খলীফা বা প্রতিনিধি। তাঁর আনুগত্য মূলতঃ আল্লাহরই আনুগত্য। রাসূল (সাঃ) এর আদেশ-নিষেধ ও ফয়সালাকে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই আন্তরিক ভাবে মেনে নিতে হবে। এটা আল্লাহরই নির্দেশ। অন্যথায় ঈমানের কোন অর্থই থাকবেনা।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

٣٥ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (القيامة ٢٢-٢٣)

৩৫. বেহেশত বাসীদের জন্য আল্লাহর দর্শনলাভ সত্য ও সঠিক। আর তা হবে সব রকম দিক, স্থান, বা সীমা পরিসীমার বিনা পরিবেষ্টনে এবং আমাদের বোধগম্য কোন অবস্থা, ধরণ বা আকৃতি ছাড়া। যেমন: আমাদের রব আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেন :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ - إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"সেদিন অনেক চেহারা হাসিখুশীতে উজ্জ্বল হবে, আপন পরোয়ারদিগারের দিকে দৃষ্টিমান থাকবে।" (আল-কিয়ামা- ২২-২৩)

---

لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

না, তোমার রবের কসম, তারা কখনো ঈমানদার হবেনা যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট যাবতীয় বিরোধ বিবাদ ও সমস্যায় (হে নবী), তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেয়। অতঃপর তুমি যে ফায়সালা করবে তাতে নিজেদের অন্তরে কোন রকম সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং তা হৃষ্ট মনে (জীবনের সব ক্ষেত্রে) পুরোপুরি মেনে নেয়। (আন-নিসা- ৬৫

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থ: ঈমানদারদের কথা হচ্ছে একমাত্র এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ ও রসুলের দিকে ডাকা হয় তখন তারা বলে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। এমন ব্যক্তিরাই সফল হবে (আন-নূর-৫১)

وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في
ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه
وسلم فهو كما قال - ومعناه على ما أراد لا ندخل في
ذلك متأولين بآرائنا - ولا متوهمين بأهوائنا فإنه
ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى
الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه

এই আয়াতের তাফসীর [illegible] ইচ্ছা ও ইলম মুতাবিকই হবে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি [illegible] সহীহ হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তা [illegible] বলেছেন সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং এর যে অর্থ তিনি উদ্দেশ্য করেছেন তা [illegible] হবে। আমরা তাতে নিজস্ব রায় ও মতামতের ভিত্তিতে [illegible] ব্যাখ্যা দিতে ও নিজেদের প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে অনুমানের ভিত্তিতে কোন মনগড়া অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটাবো না। কেননা, দ্বীনি ও ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে কেবলমাত্র [illegible] ত্রুটি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে [illegible] নিকট নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করে এবং যে সব বিষয় তার নিকট সন্দেহযুক্ত তিনি যা সম্যক জ্ঞাত আছেন [illegible] সোপর্দ করে

---

উপরোক্ত আয়াতগুলো কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত সম্পর্কী আচার আচরণ বা অধিকারের ক্ষেত্রে [illegible] আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা, দর্শন মতবাদ এবং রাজনৈতিক ও [illegible] প্রভৃতি ক্ষেত্রসমূহেও তা প্রযোজ্য। সুতরাং [illegible] নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে [illegible] প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এসব ক্ষেত্রে [illegible] দ্বিধাহীন চিত্তে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এ মানদণ্ড সাব্যস্ত করতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কসম খেয়ে বলেছেন,

"কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন বা মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ না সে সব বিষয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে ও প্রশান্ত মনে রাসূল সাঃ এর সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়।"

٣٦- ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الايمان - فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسًا تائهًا شاكًا زائغًا لا مؤمنًا مصدقًا ولا جاحدًا مكذبًا -

৩৬. (আল্লাহ ও রসূলের) নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ, পরিপূর্ণ বশ্যতা ও অবনত বশ্যতা ছাড়া কারো ঈমানের ভিত্তি অবিচল ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকেনা। এ জন্য যে লোক এমন কোন বিষয় জানার জন্য চেষ্টিত হয় যা তার জ্ঞান সীমার বাইরে অর্থাৎ যা থেকে তার জ্ঞান সীমিত এবং তার বুদ্ধি বিবেক ও বুঝ সমঝ যদি আত্মসমর্পণের উপর তুষ্ট ও তৃপ্ত না হয় তবে তার এই ইচ্ছা ও বাসনা কামনা তাকে খাঁটি তাওহীদ ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান এবং সঠিক ঈমান থেকে দূরে নিক্ষেপ করবে। তখন সে নানা রূপ ওয়াসওয়াসা, পেরেশানী ও সংশয়ের মধ্যে পড়ে কুফরী ও ঈমান, বিশ্বাস অবিশ্বাস এবং স্বীকার-অস্বীকারের দ্বন্দ্বে পড়ে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে। না আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে, আর না দৃঢ় অবিশ্বাসী ও অস্বীকারী হবে।

---

টীকা ৩০-৩২

হযরত মুহাম্মদ সাঃ আখেরী নবী। তাঁর পরে যদি কেউ নবুওয়াতী দাবী করে, তবে সে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী, সে নিশ্চিত কাফের, যারা তাকে নবী স্বীকার করবে তারাও কাফের। যেমন, পাঞ্জাবের মির্জা গোলাম আহমদ নবুওয়াতী দাবী করেছে যার কাদিয়ানী সম্প্রদায় তার উপর ঈমান এনেছে। তাই মির্জা গোলাম ও কাদিয়ানীরা কাফের।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ -

٣٧- ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية

৩৭ আল্লাহর দর্শনের জন্য আহলুস সালাম (জান্নাত) অধিবাসীদের সম্বন্ধে এ বিষয়ে যে লোক এটাকে ধারণা কল্পনার নিরিখে মনে করে কিংবা নিজ জ্ঞান বুদ্ধি প্রসূত এর (মনগড়া) তাবীল (ব্যাখ্যা) করে তার ঈমান সহীহ ও বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, আল্লাহর দীদারের এবং রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ের যথার্থতা কোন রূপ অপব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা এবং আনুগত্যমূলক ভাবে একেবারে সত্যরূপে মেনে নেয়াই ঈমানের পরিচায়ক। এই নীতির উপরেই মুসলমানদের ধর্মীয় ভিত প্রতিষ্ঠিত। আর যে লোক আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করা এবং সৃষ্টির সাথে আল্লাহর গুণাবলীর সাদৃশ্য খোঁজা ও তুলনা দেয়া থেকে আত্মরক্ষা না করবে অবশ্যই তার পদস্খলন ঘটবে। এবং সে মহান আল্লাহর জন্য পূত ও নিষ্কলুষ পবিত্রতা ও মর্যাদা বুঝতে ব্যর্থ হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা ওয়াহদানিয়্যাতের গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত এবং অনন্য বিশেষণে বিভূষিত। সৃষ্টি লোকের কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয়

---

বরং (মুহাম্মদ সাঃ) আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। (সূরা আহযাব ৪০)

অর্থাৎ তাঁর পরে কোন রাসূল তো দূরের কথা, কোন নবীও আর আসবেন না

২. রাসূল (সাঃ) বলেছেন ختم بي النبيون

আমার দ্বারা নবীগণের ধারা পূর্ণ ও শেষ করে দেয়া হয়েছে (মুসলিম তিরমিযি ইবনে মাজাহ)

٣٨ وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الستة كسائر المبتدعات –

তরজমাঃ

৩৮ আল্লাহ্ তাআলা সব রকম সীমা-পরিসীমা ও দিক-দিগন্ত থেকে, অংশ-প্রত্যঙ্গ এবং নানা উপাদান ও উপায়-উপকরণ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। অন্যান্য যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ছয় দিক তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

---

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ –

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব করতেন নবী গণ। একজন নবী মারা গেলে অপর একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবী হবে না। তবে অনেক খলীফা হবে। (বুখারী,

قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة – قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি ভবন বানালো এবং খুবই সুন্দর ও কারুকার্যময় করে নির্মাণ করলো। কিন্তু এক কোণে একখানি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। লোকজন এই ভবনের চারদিকে ঘুরতো, এর সৌন্দর্য ও কারুকার্য দেখে বিস্ময় ও মুগ্ধতা প্রকাশ করতো এবং বলতো, এখানে এই ইটখানি লাগানো হয়নি কেন? জেনে রেখো আমিই হলাম সে ইটখানি এবং আমিই সর্বশেষ নবী। (বুখারী)

٢٩- والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء - ثم إلى حيث شاء الله من العلا واكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى = فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى -

তরজমাঃ

২৯ মি'রাজের ঘটনা সত্য, নবী করীম (সাঃ) কে রাতে রাতেই জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে এই ভ্রমণ করানো হয়েছিল এবং আসমানে তুলে নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যত উর্ধ্ব জগতে চেয়েছেন তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে যে মান-মর্যাদায় ভূষিত করতে চেয়েছেন ভূষিত করেছেন এবং তাঁর এই একান্ত প্রিয় বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিল করেছেন

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى- (নবীর দৃষ্টি যা কিছু দেখেছে অন্তর তার সত্যতা স্বীকার করেছে (অর্থাৎ সত্য) বলে সায় দিয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া আখিরাতে তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

---

এর মানে আমার আগমনে নবুওয়াতের ইমারতটি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আর কোন স্থান খালি নেই, যা পূর্ণ করার জন্য নবী আসার প্রয়োজন হতে পারে।

মুসলিম শরীফে শেষ নবী সংক্রান্ত অনেক হাদীস আছে। একটির শেষাংশ হলো.

فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ

অতঃপর আমি এসেছি। সুতরাং আমি নবী আগমনের ধারাকে শেষ করে দিয়েছি।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, রিসালাত ও নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা শেষ ও পরিসমাপ্ত হয়ে গেছে। আমার পর এখন না কোন রাসূল আসবে, না কোন নবী।' তিরমিযি

٤٠- والحوض الذى اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق

**তরজমাঃ**

৪০। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মত এর সুপেয় শরবত পানে পিপাসা দূর করার জন্য তাঁকে যে হাউজে কাউসার দিয়ে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।

---

عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

انه سيكون فى امتى كذابون ثلاثون كلهم

يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين - لا نبى بعدى -

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন আরও জেনে রেখো যে, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন চরম মিথ্যাবাদী আসবে। এদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমিই শেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী নেই। (তিরমিযী)

এভাবে সমস্ত হাদীসের কিতাবে আছে যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ই শেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবী নেই। যারা নবী হবার দাবী করেছে, তাঁর পর যারাই এ দাবী করবে তারা কাজ্জাব ও চরম মিথ্যাবাদী।

কুরআন-হাদীসের পর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা এবং ঐক্যবদ্ধ মত রয়েছে যে রাসূল (সাঃ) এর পর আর কোন নবী বা রাসূল নেই। তিনিই শেষ নবী। একই রূপ ইজমা রয়েছে সমস্ত ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, অলী বুজর্গ ও গোটা মুসলিম উম্মাহর। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

অতএব এটা প্রমাণিত সত্য যে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই শেষ নবী ও রাসূল। যারাই এখন নবী হওয়ার দাবী করবে তারা চরম মিথ্যাবাদী ও কাফের। অন্য এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে নবী বলে বিশ্বাস করবে তারাও কাফের। তাই কাদিয়ানীরাও সুস্পষ্ট গোমরাহ্ ও কাফের।

٤١ والشفاعة التي ادخرها لهم حق - كما روي في الاخبار

٤٢- والميثاق الذي اخذه الله تعالى من آدم وذريته حق -

তরজমাঃ

৪১ আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য শাফায়াতের যে ব্যবস্থা সংরক্ষিত করে রেখেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য, যেমন অনেক হাদীসে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

৪২ আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) ও বনী আদম থেকে (রূহের জগতে তাঁর রবুবিয়াত সম্পর্কে) যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা সত্য।

---

টীকাঃ

৩৩ কুরআনের প্রতি ঈমান। আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ) এর সাথে কুরআনও পাঠিয়েছেন। এটা তাঁর কালাম, তাঁর কিতাব। এটা কোন মানুষের বই নয়। এটি এমন কিতাব দুনিয়ায় যার মাধ্যমে এক মহাবিপ্লব সাধিত হয়েছে। যা সব চেয়ে বড় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধন করে দিয়েছে। এ কিতাব জাতির উত্থান পতনের মানদণ্ড। দুনিয়ার সব নিকৃষ্ট আরব জাতিকে তা দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছে। দুনিয়ার পতিত জাতিকে দুনিয়ার নেতা বানিয়েছে। যারা ছিল উট ও ছাগলের রাখাল, যাদের হাতে ছিল উট ও ছাগলের লাঠি, তাদের হাত থেকে তা নিয়ে সেই হাতে এই কিতাব তুলে দিয়েছে দুনিয়ার জাতিসমূহের নেতৃত্বের বাগডোর। তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার সেরা শক্তি, অপরাজিত বাহিনী এবং অতুলনীয় পরিচালক।

এ কিতাব কুরআন মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্য হেদায়েত ও নির্দেশ হিসেবে প্রেরিত হয়েছে। এটা আল্লাহর ফরমান। মুসলিম উম্মাহর পবিত্র সংবিধান। এটি মান্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এ কিতাবকে জানা, এর উপর ঈমান আনা, এটি মেনে চলা, এর ইলম ও আমলকে

٤٣ وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة - فلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص منه ·

তরজমাঃ

৪৩। কত লোক জান্নাতে যাবে এবং কত লোক জাহান্নামে যাবে অনাদি কালেই আল্লাহ তায়ালা সামগ্রিক ভাবে তার পরিসংখ্যান জানতেন। এ সংখ্যা আর বাড়বেওনা এবং কমবেওনা

---

পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়া, এর জন্য জান-মাল কুরবান করা, মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেলেও এই কুরআন থেকে আলাদা হতে রাজি না হওয়া আমাদের কর্তব্য এবং তা এই কিতাবের হক ও অধিকার। এটাই উপায়ের সর্বশেষ স্তর। মুসলমানদের সম্পর্ক রক্ত, বর্ণ, ভাষা, মাটির কারণে নয়। বরং এই কিতাবের কারণে। যারা এই কিতাব মানে তারা আমাদের এবং আমরা তাদের। যারা তা মানেনা তারা আমাদের নয় এবং আমরাও তাদের নই। তা যে কেউ হোকনা কেন।

গোটা কুরআনের উপর ঈমান আনা এবং তা মানা আমাদের উপর ফরয। এর কোন একটি জিনিস অস্বীকার করা গোটা কুরআন অস্বীকার করার সমতুল্য। এখানে শতকরা দশ, পঞ্চাশ ভাগ- যতটা মানবে- আল্লাহ ততটা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন- এমন কোন বিধান নেই। বরং মানলে পুরোটা মানতে হবে। আংশিক মানা ও আংশিক অস্বীকারের অবকাশ এ কিতাবে নেই। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর আমলে একদল মুসলমান সব মানতে রাযি, কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শে বসলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, যদি তারা যাকাতের বকরীর একটি বাচ্চা দিতেও অস্বীকার করে, তবে তাদের সাথে আমি যুদ্ধ করব। কেউ না গেলে আমি একাই লড়বো। সব সাহাবী তাঁর সাথে একমত হলেন। এটা সাহাবাদের ইজমা। লড়াই করে তাদের

٤٤ وكذلك فعالهم فيما علم منهم ان يعملوه - وكل ميسر لما خلق له - والاعمال بالخواتيم - والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله -

তরজমাঃ

৪৪। অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সব ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে পূর্ব হতেই পূর্ণ অবহিত থাকেন। যে কাজের জন্য যে লোককে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়। আর সব কাজের ফলাফল শেষ পরিণতির উপর নির্ভরশীল। সে ব্যক্তিই প্রকৃত সৌভাগ্যবান, আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা অনুযায়ী (আখিরাতে) যে লোক সৌভাগ্যবান রূপে প্রকাশিত হবে আর দুর্ভাগা হলো সে লোক, আল্লাহ তায়ালার বিচারে যে বদবখত রূপে সাব্যস্ত হবে।

---

দমন করা হলো এবং যাকাত দিতে বাধ্য করানো হলো। তাই কুরআনের আইন মানা না মানার ব্যাপারে কোনরূপ তারতম্য করা যাবেনা। কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা যাবেনা।

আল্লাহ, রাসূল (সাঃ), দীন ইসলাম ও কুরআনকে এভাবে মানা ফরয। বাতেলের অধীনে পুরো কুরআন মানা অসম্ভব। তাই এমন একটি দুর্গ ও সমাজ প্রয়োজন যেখানে আল্লাহ হবেন সার্বভৌম শক্তি। কুরআন হবে আইন, রাসূল (সাঃ) এর নমুনা হবে আদর্শ, কুরআন সুন্নাহ পারদর্শী ও অনুসারী এবং সৎ, যোগ্য মুত্তাকীরা হবেন নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত, ইসলাম হবে বিজয়ী, সেখানেই কেবল জীবনের সব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম মেনে চলা সম্ভব। এমন সমাজ যদি না থাকে, তবে সেরূপ সমাজ গড়ার জন্য প্রয়োজন এমন একটি জামায়াতের এবং সত্যনিষ্ঠ কর্মী বাহিনীর যারা ইসলামের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি। তাদের চেষ্টা, সাধনা ও ত্যাগের পেছনে লক্ষ্য থাকবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এরূপ চেষ্টা সাধনার নামই হল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ- আল্লাহর পথে জিহাদ।

এটিই ছিল রাসূল (সাঃ) এর তরীকা এবং সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ।

٤٥- وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لَا يُسْـئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـئَلُوْنَ (الانبياء ٢٣) فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين -

অনুবাদঃ

৪৫। তাকদীরের মূল কথা হলো, মাখলুক বা সৃষ্টির ব্যাপারে এটি আল্লাহ্ তায়ালার একান্ত গোপন বিষয়। না ঘনিষ্ঠতর কোন ফেরেশতা তা জানেন, না কোন নবী-রাসূল তা জানতেন। এ ব্যাপারে গভীর ভাবে তলিয়ে দেখা বা তত্ত্বানুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার পরিণতি হল অবমাননা ও লাঞ্ছনার হেতু, বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের কারণ এবং খোদাদ্রোহিতা ও সীমালংঘনের সূত্র। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণায় লিপ্ত হওয়া থেকে এবং যে কোন কুমন্ত্রণা হতে পুরোপুরি সতর্ক থাকা ও আত্মরক্ষা করা উচিত। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা তাকদীর সংক্রান্ত জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিলোক থেকে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন এবং মানবকুলকে এর তত্ত্ব ও মূল রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করতে বারণ করেছেন। যেমন, তিনি কুরআন মজীদে বলেছেন,

---

কুরআনের উপর ঈমান আনার শর্তাবলীও তাই

এ কথাগুলোর দলীল হিসেবে বলা যায়ঃ

হযরত সুহাইব রুমী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

ما آمن بالقرآن من استحل محارمه -

অর্থাৎ কুরআনের হারাম করা জিনিসকে যেলোক হালাল মনে করে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি (তিরমিযী)

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (الانبياء ٢٣)

'তিনি যা করেন, সে জন্য তাঁকে (কারো সামনে) জবাবদিহি করতে হয়না বরং অন্য সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে।' (আল-আম্বিয়া ২৩)

এখন কেউ যদি এই প্রশ্ন করে বসে যে, আল্লাহ্ তায়ালা একাজ কেন করলেন? তখন সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম রদ করে দিল এবং নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলো। আর যে লোক কুরআনের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে সে কাফের হয়ে যায়

---

يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ
مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ -

তারা কুরআন পাঠ করে। কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচে নামেনা, তারা দীন ইসলাম থেকে এমন ভাবে বেরিয়ে যায় যেমন ভাবে তীর ধনুক হতে ছিটকে পড়ে. (বুখারী মুসলিম, মুত্তাফাক)

টীকা ঃ

৩৫ আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী نظر শব্দটি যখন فى অব্যয় দ্বারা متعدى হয় তখন তার অর্থ হয় চিন্তা-গবেষণা ও শিক্ষা গ্রহণ করা। আর যদি الى দ্বারা হয় তবে তার অর্থ হয় চর্মচক্ষে দর্শন করা। উদ্ধৃত আয়াতে الى এসেছে তাই এখানে চর্মচক্ষে দেখারই অর্থ হবে।

ক্বেয়ামতে আল্লাহ্ তায়ালাকে দেখা সম্পর্কে ত্রিশ জন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন. এ সংক্রান্ত হাদীস মুতাওয়াতির এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ
تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ
- قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا

٤٦- فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود

**তরজমাঃ** ৪৬ এ হলো ইসলামী আকীদার সার কথা, যার মুখাপেক্ষী হলেন আল্লাহ্ তায়ালার রওশন দিল আউলিয়াগণ। এটাই হল রাসেখীনে ফিল ইলম-অর্থাৎ পাকা পোক্ত জ্ঞানীদের জ্ঞানের স্তর। কেননা, ইলম দু প্রকার: ক. এমন ইলম যা মানুষের মাঝে বিদ্যমান আছে। (রাসূল সাঃ যা নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ শরীয়াতের ইলম)। খ. এমন ইলম, যা মানুষের মধ্যে নেই অর্থাৎ অবিদ্যমান ইলম (যেমন তাকদীর সংক্রান্ত ইলম ও গায়েবী ইলম)। সুতরাং বিদ্যমান ইলম অস্বীকার করা কুফরী আর অবিদ্যমান ইলম এর দাবি করাও কুফরী। এই বিদ্যমান ইলমকে মেনে নিয়ে এবং অবিদ্যমান ইলম অনুসন্ধান ও অন্বেষণ পরিহার করলেই কেবল ঈমান সহীহ সঠিক ও শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে।

---

لا تضارون إنكم ترونه كذلك

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ কে) জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বললো, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, মেঘে আচ্ছন্ন না থাকলে সূর্যে কি অসুবিধা হয়? তারা বললো, না। তখন তিনি বললেন, তোমরাও আল্লাহকে এরূপই দেখবে। (বুখারী মুসলিম আবু দাউদ, তিরমিযি আহমাদ) সূরা ইউনুসের

٤٧ ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه- ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه - جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه -

অনুবাদঃ

৪৭. আমরা লাওহ্ ও কলম এবং লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ সব কিছুর উপর ঈমান রাখি।

আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহফুজে যা হবে বলে লিখে দিয়েছেন, সমগ্র সৃষ্টি মিলেও যদি তা হতে না দেয়ার চেষ্টা করে, কখনো তারা এরূপ করতে সক্ষম হবেনা; আর যে বিষয়ে তিনি কিছু লিখেননি অর্থাৎ যা হবে না বলে তিনি লিখে দিয়েছেন, গোটা সৃষ্টি মিলেও যদি তা করতে চায়, তা করার সাধ্য কখনো হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হওয়ার তা সবই চূড়ান্তভাবে লিখা হয়ে গেছে। মানুষ যা পায়নি, তা পাওয়ার ছিলনা বলেই পায়নি। আর যা পেয়েছে, তার অন্যথা হওয়ার ছিল না বলেই পেয়েছে।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ٢٦

যারা ভাল কাজের নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য ভাল ফল রয়েছে, এবং আরো অধিক। এখানে 'আরো অধিক' দ্বারা রাসূল (সাঃ) আখেরাতে আল্লাহ্‌র দর্শনের কথাই বলেছেন (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা)

সূরা ক্বাফ এ وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ – ٣٥ এই আয়াতে 'এবং আমার নিকট রয়েছে আরো অধিক' এর ব্যাখ্যায়ও দীদারে এলাহীর কথাই বলা হয়েছে (তাফসীরে তাবারী)

٤٨ - وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل
كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما
ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير، ولا محول
ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من
عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله
تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ
شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ - (الفرقان - ٢) وقال تعالى: ﴿وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ - (الأحزاب - ٣٨) فويل لمن صار لله
تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا
سقيما - لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا
كتيما - وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما -

**তরজমা:**

৪৮। মানুষের এ বিষয়টিও জানা ও বিশ্বাস করা কর্তব্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই পূর্ব থেকে পূর্ণ অবগত আছেন। এ কারণেই তিনি তা সুদৃঢ়ভাবে ও অকাট্য তাকদীর হিসেবে লিপিবদ্ধ ও নির্ধারণ করে রেখেছেন। আসমান-যমীনের কোন মাখলুকই তা নাকচ করতে পারবেনা, মুলতবী করতে সক্ষম হবেনা, কিংবা পরিবর্তন করতে পারবেনা, স্থানান্তর ও অবস্থান্তর করতে পারবেনা, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারবেনা। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মূল ভিত্তি, মা'রেফাত বা খোদা পরিচিতির মৌলিক নীতিমালা এবং আল্লাহর একত্ব ও প্রভুত্বের স্বীকৃতি। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করছেন :

টীকা : ৫৯ মি'রাজের প্রাথমিক মুহূর্তে ভ্রমণ করা হয় খানা কা'বা থেকে বাইতুল মাকদিসের মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ হয়। কুরআন বলছে-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (الفرقان - ٢)

'এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে যথাযথ পরিমাণের উপর রেখেছেন (আল-ফুরকান: ২)

এবং আল্লাহ্ তায়ালা এ ও বলেছেন,

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (الأحزاب - ٣٨)

"আর আল্লার বিধান অকাট্য ও সুনির্ধারিত থাকে।"

সুতরাং যে ব্যক্তি তাকদীরের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং বিকার গ্রস্ত অন্তর নিয়ে তাকদীরের রহস্য ও তত্ত্বানুসন্ধানে লিপ্ত হয় তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কারণ, সে ব্যক্তি নিজের ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতেই গায়েবের এক গোপন রহস্য জানার অপচেষ্টা করে আর এ ব্যাপারে সে অসংগত ও অবাস্তব কথা বলে নিজেকে জঘন্য মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠে পরিণত করে।

---

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - (بني اسرائيل - ١)

অর্থঃ- পবিত্র তিনি যিনি রাতের সামান্য সময়ে তাঁর বান্দাহকে মসজিদে হারাম থেকে দূরবর্তী সেই মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চারপাশকে তিনি বরকত দান করেছেন যেন তাকে নিজের কিছু নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করাতে পারেন। নিশ্চয় তিনি সব দেখেন ও শোনেন। (বনী ইসরাঈল: ১)

এ স্তরের নাম ইসরা। এটা হয়েছে সশরীরে কেননা, দেহ ও রূহের সমষ্টিকেই 'আবদ' বা বান্দাহ্ বলা হয়। এ ঘোষণা কোরআনের। মিরাজের এ অংশ অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

মসজিদুল আকসায় তিনি ইমামতি করেন, সব নবী তাঁর পেছনে নামায পড়েন। পরে তিনি ঊর্ধ্ব জগতে ভিন্ন ভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অবশেষে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাযির হন, তাঁর সাথে কথা বলেন এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত লাভ করেন সেখান থেকে রাতে রাতেই আবার বায়তুল মাকদেস হয়ে

٤٩ - والعرش والكرسي حق

٥٠ - وهو مستغن عن العرش وما دونه -

٥١ - محيط بكل شيء وفوقه - وقد اعجز عن الاحاطة خلقه

**তরজমা:**

৪৯ আল্লাহ্ তা'আলার আরশ ও কুরসী সত্য, যেমন, তিনি কুরআনে তা বর্ণনা করেছেন।

৫০ তবে আল্লাহ্ তা'আলা আরশ এবং অন্য কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।

৫১ সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা পরিবেষ্টন করে আছেন। সবই তাঁর আওতাধীন ও আয়ত্তাধীন। তবে তিনি স্বয়ং এসবের ঊর্ধ্বে এবং সৃষ্টি জগত তাঁকে আয়ত্ত করতে পারবেনা।

---

মসজিদে হারামে ফিরে আসেন। এ রাতের নাম মি'রাজ।

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে ২৫জন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীস মুতাওয়াতির স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ তাতেই পাওয়া যায়। ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেন- ইসরা সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। কেবল ধর্মদ্রোহী যিন্দিকরা তা মানতে অস্বীকার করেছে।

মি'রাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দেয়া হয়। পরপরই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত চৌদ্দটি মূলনীতি নাযিল করা হয়। সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নম্বর আয়াত থেকে ৪০ নম্বর আয়াতে এসব মূলনীতির বর্ণনা করা হয়েছে।

**টীকা ঃ**

৪০। পঞ্চাশ এর অধিক সাহাবী হাওযে কাউসার সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সংক্রান্ত হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছে।

নবী (সাঃ) বলেছেন, এই হাওয কিয়ামতের দিন তাঁকে দেয়া হবে

٥٢ ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما

অনুবাদ ঃ

৫২. আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে তাঁর খলীল (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং হযরত মুসা (আঃ) এর সাথে কথা বলেছেন। এটাই আমাদের ঈমান, স্বীকৃতি ও দৃঢ়তম সিদ্ধান্ত।

---

কিয়ামতের কঠিন সময় অগণিত মানুষ 'পিপাসা' 'পিপাসা' বলে চীৎকার করতে থাকবে, তখন তাঁর উম্মাত এখানে একত্রিত হবে, তা থেকে পানীয় পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে।

انا فرطكم على الحوض -

আমি তোমাদের সকলের আগেই হাউজের নিকট উপস্থিত থাকব। (বুখারী)

টীকা ঃ-

৫৩. [illegible] ইলম [illegible] ইমাম [illegible] তাহাবী (রহঃ) [illegible] গায়েবী ইলম [illegible] একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। [illegible] গায়েবের [illegible]। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو

তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ রয়েছে, এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ জানেনা। (সূরা আনআম ৫৯)

قل لا يعلم من في السموت والأرض الغيب إلا الله

হে নবী! আপনি বলে দিন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়েবের খবর জানেনা। (সূরা নমল ৬৫)।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, গায়েবের চাবি হলো পাঁচটি, এগুলো আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেনা। এরপর রাসুল (সাঃ) আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করলেন ঃ

٥٢ - ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين - ونشهد أنهم كانوا على الحق

**তরজমা:**

৫২। আমরা ফেরেশতাদের প্রতি, নবী-রাসূলগণের উপর এবং রাসূলগণের নিকট নাযিলকৃত আসমানি কিতাব সমূহের উপর ঈমান রাখি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নবী রাসূলগণ সবাই সুস্পষ্ট হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

---

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ - وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا - وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানেনা আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তিনি সব খবর রাখেন।" (লুকমান-৩৪)

আমাদের নবী (সাঃ) শরীয়ত সংক্রান্ত মামলা, নবী রাসূলগণের নেতা হওয়া সত্ত্বেও গায়েব জানতেন না। অন্যথায় তো ... আমাদের নবী (সাঃ) কে আল্লাহ তায়ালা গায়েব সম্পর্কে যতটুকু জানিয়েছেন তার বাইরে তিনি কিছুই জানতেন না। কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে নববীতে এর প্রমাণ রয়েছে।

গায়েব বলে বুঝানো হয় ঐ সমস্ত বিষয় যেখানে কেউ সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি কিংবা আংশিক লাভ করলেও কোন ব্যক্তির সে সম্পর্কে জানতে পারেনি।

আল্লাহ তায়ালা যদি নবী রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে গায়েবের কিছু জানিয়ে দেন তবে তাকে গায়েব জানা বলা হয়না। যেমনিভাবে কোন উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে কোন অজানা কিছু জানাকেও গায়েব জানা বলা যায় না।

**টীকা:**

৫৪। তাওহীদ বাদী এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোন মুসলমানকে কোন কবীরা গুনাহ করে ফেলার কারণে তাকে নিশ্চিত ঈমান হারা কাফের

৫৪. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين - وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين .

৫৪. আমরা সব আহলে কিবলা অর্থাৎ যারা আমাদের কিবলার অনুসারী তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন-মুসলমান বলে আখ্যায়িত করব যতক্ষণ তারা রাসূল (সাঃ) যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে এবং তাঁর প্রতিটি কথা ও খবরকে সত্য বলে মানবে।

---

গুনাহে লিপ্ত। যেমন জেনা করা, মদ পান, সুদ খাওয়া, মিথ্যা কথা বলা, মা বাপের নাফরমানী এবং এ জাতীয় গুনাহে লিপ্ত হওয়া। যতক্ষণ সে কোন গুনাহকে বৈধ মনে না করবে। যদি কেউ এ জাতীয় কোন গুনাহকে বৈধ বা হালাল মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর গুনাহকে হারাম মনে করে তাতে লিপ্ত হলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে সে কাফের হবে না। মুমিন ঈমানদার থাকবে। শরীয়তের বিধান মুতাবিক শাস্তি ও দণ্ড পাবে। কিন্তু খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং তাদের মত বাতিল মতাবলম্বীরা এ মতের বিরোধী। খারেজীদের মতে কবীরা গুনাহগার কাফের হয়ে যায়। মু'তাযিলাদের মতে দুনিয়াতে সে মুসলমানও থাকেনা, কাফেরও হয়না। তবে আখিরাতে সে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। খারেজীরাও আখিরাতের ব্যাপারে মু'তাযিলাদের সাথে একই মত পোষণ করে। কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে এ দু'সম্প্রদায়ের মতই বাতিল।

**টীকা :-** ৬১ এই সংক্ষিপ্ত উক্তিতে কিছু কথা আছে। একজন কাফের কালেমা শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়। পরে যদি সে এমন কিছু করে, যাতে অনিবার্যভাবে কাফের হয়ে যায়, তখন আবার তওবা করলে পুনরায় সে মুসলমান হয়ে যায়। যা কিছু স্বীকার করলে একজন কাফের মুসলমান হয়, তা অস্বীকার না করে অন্য অনেক কারণেও একজন মুসলমান কাফের হয়ে যেতে পারে। যেমন ইসলাম বা নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি কুৎসা ও দোষ আরোপ করা, আল্লাহ, রাসূল (সাঃ), কুরআন মজীদ কিংবা আল্লাহর কোন বিধানের প্রতি

٥٥- ولانخوض في الله ولانماري في دين الله

٥٦- ولانجادل في القرآن - ونشهد إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الامين - فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم - وهو كلام الله تعالى - لايساويه شيء من كلام المخلوقين - ولانقول بخلقه - ولانخالف جماعة المسلمين -

তরজমাঃ

৫৫। আমরা আল্লাহ্ তায়ালার জাত বা সত্তার ব্যাপারে অহেতুক গবেষণা করি না এবং তাঁর দীন ইসলাম সম্পর্কে হকপন্থী ও সত্যানুসারীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হইনা

৫৬ আমরা কুরআন মজীদ সম্পর্কেও (বিভ্রান্তদের সাথে এর অর্থ, শব্দ ও পাঠ নিয়ে) বাদানুবাদ করিনা। বরং আমরা সাক্ষ্য দিই যে, নিশ্চয় এটি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কালাম। রুহুল আমীন অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তা নিয়ে এসেছেন এবং নবী-রাসূলদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে তা শিক্ষা দিয়েছেন এটি আল্লাহ তায়ালার কালাম। গোটা মাখলুকের কারো কোন কথাই এর মত হতে পারেনা। কুরআনকে আমরা মাখলুক বা সৃষ্টি বলিনা এবং এ আকীদা পোষণকারী মুসলিম জামায়াতের বিরুদ্ধাচরণ করিনা।

---

ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও উপহাস করা গর্হিত। এর দলীল হিসেবে উল্লেখ করা যায় আল্লাহ্ তায়ালার বাণী ঃ

قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لَاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

'হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? ছলনা করোনা তোমরা কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।' (সূরা

٥٧ ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله

٥٨- ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله -

٥٩ نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته - ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم

তরজমাঃ

৫৭ আমাদের কিবলার অনুসারী কোন মুসলমান থেকে যদি কোন গুনাহের কাজ ঘটে যায়, তবে তাকে আমরা কাফের বলিনা, যতক্ষণ সে এই গুনাহের কাজটিকে হালাল ও জায়েজ মনে না করে।

৫৮ আমরা একথাও বলিনা যে, ঈমান থাকা অবস্থায় যদি কোন লোক কোন গুনাহ করে ফেলে, তাতে তার কোনই ক্ষতি হয়না।

৫৯ আমরা আশা করি নেক মু'মিন মুসলিম বান্দাদের গুনাহ খাতা আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেবেন এবং তাঁর রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে আমরা তাদের ব্যাপারে আশংকা মুক্ত নই এবং তাদের বেহেশতী হওয়ার পক্ষে কোন সাক্ষ্যও দিইনা। অনুরূপ পাপী গুনাহগার মুসলমানদের জন্য আমরা মাগফিরাত কামনা করি এবং তাদের সম্পর্কে আশংকা বোধও করি। তবে তাদেরকে মাগফিরাত লাভ ও ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশও করি না।

---

আল-ফাতওয়া, ৬৫-৬৬)

আরও যেমন- মূর্তি বা প্রতীক পূজা করা, মৃত বুজুর্গদেরকে মনস্কামনা হাসিলের জন্য ডাকা, তাদের কাছে প্রার্থনা করা, তাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা চাওয়া, অনুরূপ আরও অনেক কিছু আছে, কেননা এসব কিছু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে অস্বীকার করার সমতুল্য। এ কালেমা হলো ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই হক ও প্রাপ্য- একথার দলীল। অনুরূপ দোয়া ও সাহায্য চাওয়া, রুকু, সিজদা ও জবেহ করা এবং নযর ও মানত মানা প্রভৃতি ও আল্লাহর হকের মধ্যেই শামিল। এর মধ্যে কোন কিছু যদি কেউ আল্লাহ ব্যতীত

[illegible] يخرج من [illegible] عن ملة الإسلام – وسبيل

[illegible] لا [illegible] لنفسه

[illegible] يخرج [illegible] من الإيمان إلا بجحود ما ادخله فيه

**তরজমাঃ**

৬০. আল্লাহর আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে [illegible] নিশ্চিন্ত ও বেপরোয়া [illegible] এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ ও হতাশ হওয়া দুটোই ইসলামী [illegible] থেকে [illegible] দূরে সরিয়ে দেয়। [illegible] কিবলা অর্থাৎ মুসলমানদের [illegible] সঠিক পথ হলো এ দুটোর মধ্যবর্তী। ([illegible] ঈমান)

৬১. যে সব জিনিস স্বীকার [illegible] অস্বীকারের কারণে তাকেই কেবল কেউ ঈমান থেকে বের [illegible]

---

কোন ব্যক্তি যেন [illegible] কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ [illegible] ইজমা ও ঐকমত্য হয়েছে। [illegible] এবং অসংখ্য দলীল দ্বারা [illegible] কোন মুসলমান কাফের হয়ে [illegible]

টীকা ঃ

৬২. আসলে ঈমানের এ সংজ্ঞাটি [illegible] এবং [illegible] চিন্তা [illegible] অবকাশ রয়েছে। অনেক বিজ্ঞ আলেমের মতে কথা, কাজ ও বিশ্বাসের নামই হল ঈমান। তাঁরা একেই ঈমানের সঠিক সংজ্ঞা বলে মনে করেন। [illegible] কারণে ঈমান বাড়ে এবং নাফরমানীর কারণে কমে যায়। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত।

মূলত ইমাম তাহাবী (রঃ) মৌলিক ঈমানের সংজ্ঞাই দিয়েছেন। আমল তার

٦٢- والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان -

٦٣- وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق

অনুবাদ ঃ

৬২. মুখে স্বীকার করা এবং অন্তরে সত্যায়ন ও সত্যতা স্বীকার করার নাম হল ঈমান।

(সালাফে সালেহীনের মতে, মুখে স্বীকার, অন্তরে বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ করা এ তিনের সমষ্টির নাম ঈমান)

৬৩. আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মজীদে যা কিছু নাযিল করেছেন তা সব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে শরীয়াতের বিধি-বিধান হিসেবে যা হুকুম-আহকামের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা সহীহ্ শুদ্ধ ও সঠিক ভাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তার পুরোটাই হক ও সত্য।

---

অংশ নয়, বরং তা আমলের ভিত্তি। কিন্তু কামেল বা পূর্ণ ঈমান অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল-এ তিনটির সমন্বয়ে গঠিত। আমল তার আবশ্যকীয় অংশ। আমল ব্যতীত কামেল ঈমান হয়না। এখন মৌলিক ঈমান ও কামিল ঈমানের পার্থক্য স্পষ্ট হল। আমল বা কাজ মৌলিক ঈমানের অংশ নয়, বরং কামিল ঈমানেরই অংশ। তাই মূল ঈমানে যতক্ষণ ত্রুটি না ঘটবে ততক্ষণ কবিরাগুনাহ্ করার কারণে কেউ কাফের হবেনা। তবে ফাসেক হবে। কিন্তু যে কোন স্পষ্ট কাজের ফরয ওয়াজিবকে অস্বীকার করলে কিংবা কোন হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করলে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদা।

খারেজী ও মু'তাযিলাদের মতে আমল বা কাজ মূল ঈমানেরই অংশ। তাই খারেজিদের মতে আমল ত্যাগকারী একেবারেই কাফের। আর মু'তাযিলাদের মতে আমল ত্যাগকারী ঈমানদারও থাকেনা। তবে কাফের ও হয়না। এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। কিন্তু এ উভয় ফেরকার মতে, আমল ত্যাগকারী চির জাহান্নামী।

والإيمان واحد وأهله في أصله سواء
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى
وملازمة الأولى –

**অনুবাদ ঃ-** ৬৪। ঈমান এক ও অবিভাজ্য এবং ঈমানদারগণ মূল ঈমানে সমান। তবে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, খাহেশ ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং নেক ও উত্তম কাজের নিয়মিত অনুশীলনের ভিত্তিতেই ঈমানদারদের মধ্যে মর্যাদার ও মর্তবার তারতম্য হয়ে থাকে।

---

মুরজিয়াহ ফেরকার মতে, ঈমানের সাথে আমলের কোনই সম্পর্ক নেই। তাই ঈমান আনার পর আমলের কোনই প্রয়োজন নেই। কোন প্রকার গুনাহ করলে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। বরং হাজারো গুনাহ করার পরও সে কামিল ঈমানদারই থাকে এবং আখিরাতে কোনরূপ শাস্তি ছাড়াই নাজাত বা মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে যাবে।

এ ভিন্ন ফেরকার মতামত বাতিল এবং অগ্রহণযোগ্য।

**টীকা ঃ**

৬৪। "ঈমান এক ও অবিভাজ্য এবং ঈমানদারগণ মূল ঈমানে সমান" কোন কোন বিশিষ্ট আলেম এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারা বলেন, একথাটি ঠিক নয়। ঈমানের ক্ষেত্রে ঈমানদারদের মধ্যে অনেক ব্যবধান ও তারতম্য রয়েছে। কেননা, নবী রাসূলগণের ঈমান অন্যান্যের ঈমানের মত নয়। খুলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামের ঈমান অন্যান্যদের ঈমানের মত নয়। অনুরূপ খাঁটি মু'মিনদের ঈমান ফাসেকদের ঈমানের মত নয়। তাই সব ঈমানদারের ঈমান এক সমান নয়। বরং ব্যক্তি ভেদে ঈমানে তারতম্য আছে। অতএব আল্লাহ তায়ালা, তাঁর নামসমূহ ও গুনাবলী এবং শরীয়াতের বিধান প্রভৃতি সংক্রান্ত জ্ঞানের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন ঈমানদারের ঈমানে তারতম্য হয়ে থাকে। তাই এই জ্ঞানের তারতম্যই বিভিন্ন লোকের ঈমানে তারতম্য হওয়ার মূল কারণ। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত। এর দলীল ঃ

٦٥ والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.

٦٦- والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى -

অনুবাদ : ৬৫। মুমিনগণ সবাই পরম দয়াবান আল্লাহর ওলী। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট তিনি সব চেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান যিনি আল্লাহর অধিকতর আনুগত্যকারী এবং কুরআনের সর্বাধিক অনুসারী।

৬৬। ঈমান হলো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর নবী রাসূলগণ, আখিরাতের দিন, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এবং তাকদীরের ভালোমন্দ, মান-বিরাগ, তিক্ততা ও দুঃখ কষ্ট সবই আল্লাহর সর্বশক্তির ফয়সালা থেকে-এসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা।

---

রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন :

ما فضلكم أبو بكر بصلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه -

অর্থ :-

এখানে হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্তরে যা অবস্থান করছে তা হল ঈমান। তাই অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এর ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল ঈমান।

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা যে রাত ঘটেছে, তার পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকজনের নিকট রাতের এ ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তা শুনে কতেকজন লোক-যারা সবেমাত্র ঈমান এনেছিল—মুরতাদ হয়ে গেল। অতঃপর তারা এ খবর নিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর নিকট এল এবং বললো, আপনার বন্ধুর কিছু খবর রাখেন কি? তিনি বলছেন যে, আজ রাতে নাকি তিনি বাইতুল মাকদিস নীত হয়েছেন, একই রাতে গিয়েছেনও। আবার ফিরেও এসেছেন ভোর হওয়ার আগেই। আবু বকর (রাঃ) বললেন :

٦٧- ونحن مؤمنون بذلك كله - لانفرق بين احد من رسله
ونصدقهم كلهم على ما جاؤا به -

৬৭. উপরোক্ত বিষয় গুলোর উপর আমরা দৃঢ় ঈমান পোষণ করি। আমরা আল্লাহর নবী রাসূলগণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ও ভেদাভেদ করিনা। তাঁরা আল্লাহর কাছ থেকে যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, তা সবই সত্য বলে বিশ্বাস করি।

---

أفو قال ذلك؟ إن كان قال ذلك فقد صدق - إني والله
لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك - بل أصدقه في خبر
السماء -

"তিনি কি তা বলেছেন? যদি তা তিনি বলে থাকেন, তবে সত্য বলেছেন। আল্লাহর কসম, আমি তো তাঁকে এর চেয়েও বড় বিষয়ে বিশ্বাস করি। আমি তো (প্রত্যহ) সকাল সন্ধ্যায় তাঁর কাছে আসমান থেকে যে খবর আসে তা সত্য বলে বিশ্বাস করি।" বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইবনে জরীর আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, ইবনে আবি হাতিম হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হলো যে, হযরত আবু বকর রাঃ এবং অন্যদের ঈমানে বিরাট ব্যবধান।

টীকা ঃ ৭২

খিলাফত ও ইমামত।

ইসলামী পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধানকে খলীফা, ইমাম, আমীরুল মু'মিনীন প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে সর্ব সম্মত ভাবে ফরয। কুরআন, হাদীস, সাহাবা কেরামের ইজমা, ইমাম মুজতাহিদগণের রায় হলো এর দলীল। এ বিষয়টি ইসলামী আকীদার মধ্যে শামিল। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ,

ইমাম মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন,

٦٨- وأهل الكبائر (من امة محمد صلى الله عليه وسلم)
فى النار لايخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا
تائبين بعد أن لقوا الله عارفين (مؤمنين) وهم فى
مشيئته وحكمه إن شاء غفرلهم وعفاعنهم بفضله
كما ذكر عزوجل فى كتابه وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ
يَشَاءُ (النساء ٤٨، ١١٦) وإن شاء عذبهم فى النار
بعدله - ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين
من اهل طاعته - ثم يبعثهم الى جنته وذلك بأن الله
تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم فى الدارين كأهل
نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته -
اللهم يا ولي الاسلام وأهله ثبتنا على الاسلام حتى
نلقاك به -

৬৮ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাতের যারা কবিরা গুনাহ করে তাওহীদবাদী হিসেবে যদি তাদের মৃত্যু হয় তবে তওবা না করলেও তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবেনা তবে শর্ত হলো তাওহীদে বিশ্বাসী ও ঈমানদার হিসেবেই আল্লাহর নিকট হাযির হতে হবে তাদের পরিণতি আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুমের উপর নির্ভরশীল হবে, তিনি যদি চান, তাঁর মেহেরবানীতে তাদেরকে

---

الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين
وسياسة الدنيا -

ইসলামের রক্ষা ও হেফাজতে এবং দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্বে নবীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও নিযুক্ত ব্যক্তিত্বকেই ইমাম খলিফা বা ইসলামী সরকার প্রধান বলা হয় (আল-আহকামুস্‌-সুলতানিয়া- পৃঃ-৫)

আল্লামা তাফতাযানী (রঃ) ও অনুরূপ সংজ্ঞাই দিয়েছেন হযরত আদম (আঃ) যমীনে আল্লাহর প্রথম খলীফা ছিলেন। পৃথিবী আবাদ করা মানুষের উপর

ক্ষমা করবেন ও মাফ করে দেবেন। যেমন- মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ (النساء ٤٨، ١١٦)

অনুবাদ ঃ শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ্ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে দেবেন (আন-নিসাঃ ৪৮ও ১১৬)

আর তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে অনুরূপ গুনাহগারদেরকে তাঁর ইনসাফের দৃষ্টিতে গুনাহ্ পরিমাণ জাহান্নামে আযাব দিবেন। অতঃপর নিজ রহমতগুণে এবং তাঁর নেক ও আনুগত্যশীল বান্দাদের মধ্যে যারা শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন, তাদের সুপারিশে জাহান্নাম থেকে ওদেরকে বের করে আনবেন এবং আবার জান্নাতে পাঠাবেন। এর কারণ আল্লাহ্ তায়ালাই হলেন ঈমানদারগণের একমাত্র মাওলা ও অভিভাবক। যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে। তাঁর হিদায়াত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে এবং তাঁর বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব লাভে সক্ষম হয়নি আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়া আখিরাতে ঈমানদারদেরকে এসব কাফেরদের মতো বানাননি।

হে আল্লাহ্, ইসলাম ও মুসলমানদের মাওলা! আমাদেরকে তোমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত ইসলামের উপর স্থির ও অটল রাখ

---

রাজনৈতিক নেতৃত্বদান, মানবতার পূর্ণাঙ্গ বিধান এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর আইন-কানুন জারী করার জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা সব নবীকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি বানিয়েছেন (আল্লামা আলুসী (রহঃ), রুহুল মাআনী ১ম, পৃঃ -২৩০ খলীফা হলেন নবীদের প্রতিনিধি

খলীফা যিনিই হোন না কেন, ন্যায়ে তাঁর আনুগত্য করা কর্তব্য
আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنكُمْ - (النساء -٥٩)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর, রাসূলের এবং তোমাদের শাসন কর্তাদের আনুগত্য কর (নিসা-৫৯)

এখানে উলিল আমর মানে শাসন কর্তা (আল-আহ্কামুস সুলতানিয়া

٦٩ - ونرى الصلوة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم۔

৬৯: আমরা আমাদের কিবলার অনুসারী যে কোন নেককার ও বদকার মুসলমানের পেছনে নামায আদায় করা এবং মুসলমানদের কেউ মারা গেলে তার জানাজার নামায পড়া জায়েয মনে করি।

ইমাম মাওয়ার্দী (রহঃ) পৃঃ-৫)

عن أبي هريرة رضـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني -

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো, যে আমার নাফরমানী করলো সে আল্লাহরই নাফরমানী করলো। আর যে আমার নিযুক্ত শাসনকর্তার আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। যে আমার নিযুক্ত শাসনকর্তার নাফরমানী করলো সে আমারই নাফরমানী করলো। (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم

٧٠ ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق مالم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم الى الله تعالى

তরজমাঃ

৭০. আমরা কোন মুসলমান সম্পর্কে জান্নাতী কিংবা জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত দিতে পারিনা। তাদের কারো বিরুদ্ধে কাফের, মুশরিক ও মুনাফিক হবার সাক্ষ্য এবং ফতোয়াও দেইনা, যতক্ষণ তাদের থেকে সেরূপ কোন কিছু প্রকাশ না পায়। আর তাদের গোপন বিষয়াবলী আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট সোপর্দ করে থাকি।

---

حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم -

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণই নেতৃত্ব করতেন। একজনের মৃত্যুর পর অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবী নেই, আমার পরে হবে খলীফা এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, প্রথম জনের বাইয়াত কর, তার আনুগত্য করবে, অতঃপর যার বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়। তাদের সকলের প্রাপ্য হক পূরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ জনগণের শাসন পরিচালনা সম্পর্কে তাদের শাসকদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

নবী করিম (সাঃ) বলেছেন,

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

যে লোক মারা গেল এবং তার গর্দানে (কাঁধে) বাইআত নেই সে জাহেলী মৃত্যু বরণ করলো। (মুসলিম)

গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাঃ) কে সবচেয়ে বেশী জানতেন এবং তাঁরাই কুরআন হাদীসে ও ইসলাম সম্পর্কে বেশী জানতেন। সরাসরি রাসূল (সাঃ) থেকেই তাঁরা ইলম অর্জন করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর তাঁরা নাকল আকল সবার ছিল। পরবর্তী কালের

٧١ ولانرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف -

তরজমাঃ

৭১ আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মতের কোন লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করা জায়েজ মনে করিনা (তবে শরীয়তের বিধান মতে) যাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া ফরয তার কথা আলাদা (ইসলামী সরকারই তা কার্যকরী করবে আইন হাতে তুলে নেয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে জায়েজ নয়

---

নির্বাচন করাও ছিল ফরয দুটি ফরয জমা হয়ে গেল কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম নবী-করীম (সাঃ) এর দাফন কাফনের আগে খলীফা নির্বাচন করলেন। খলীফা নির্বাচনে আড়াই দিন সময় অতিবাহিত হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মসজিদে নববীতে সব সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে ভাষণ দিলেন এবং রাসূল (সাঃ) এর দাফন কাফনে দেরী হওয়ার কারণ দর্শিয়ে [illegible]

الا ان محمدا قد مضى لسبيله ولا بد لهذا الامر من قائم يقوم به فانظروا وهاتوا ارائكم

জেনে রাখ, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর পথে চলে গেছেন এখন ইসলামের জন্য এমন এক ব্যক্তির একান্ত প্রয়োজন যিনি তা কায়েম রাখবেন। এখন তোমরা ভেবে দেখ এবং তোমাদের মতামত পেশ কর"। (আন নাযরিয়াতুস সিয়াসিয়া ডঃ জিয়াউদ্দিন রিস, পৃঃ ১৩২, কিতাবুল মাওয়াকিফ ওয়া শারহুহু, ৩য় জিলদ, পৃঃ ৩৫৬)

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন,

فقد اجمعوا على وجوب نصب الامام (شرح فقه كبر)

ইসলামী সরকার প্রধান নিয়োগ যে ফরজ এব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের 'ইজমা' হয়েছে (শরহে ফিকহে আকবর)। একই মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম মাওয়ার্দী (রাঃ) আল্লামা তাফতাযানি (রঃ), ইমাম নাভুভী (রঃ), ইমাম ইবনে

٧٢ ولانرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وإن جاروا – ولاندعوا عليهم ولاننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عزوجل فريضة – مالم يامروا بمعصية – وندعو لهم بالصلاح والمعافاة

অনুবাদ ঃ ৭২। আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা অর্থাৎ সরকার প্রধান বিভিন্ন নেতৃবর্গ ও দায়িত্বশীল শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ মনে করিনা তারা যদি জুলুমও করে। আমরা তাদের জন্য বদদোয়াও করিনা এবং তাদের আনুগত্য থেকে হাতও গুটিয়ে রাখিনা। বরং তাদের আনুগত্য করাকে আমরা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ন্যায় ফরজ মনে করি যতক্ষণ তারা আল্লাহ ও রাসুলের নাফরমানী ও অবাধ্যতার আদেশ না দেন। তারা যদি জালিম হন, তবে, আমরা তাদের সংশোধন হওয়া এবং জুলুম থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য (আল্লাহর কাছে) দোয়া করি।

---

ক্বাইয়িমা শাসনব্যবস্থা উম্মাহ্ জন্যই অপরিহার্য। কারণ তা না হলে ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। ইসলামের সব বিধিবিধান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। মুসলমানের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয় নেমে আসবে। মুসলমানরা বিজাতির অধীন হয়ে যাবে। দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই হারাবে। তাই ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা তথা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ করা ফরজ। আর একজন খলীফার হাতে বাইআত হওয়াও ফরজ। বিভিন্ন খলীফা হওয়া নাজায়েয।

খিলাফত কায়েম না থাকলে মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে পারেনা। আল্লাহর বন্দেগী করতে পারেনা। তাই মানুষের উপর আল্লাহ্ দুটি দায়িত্ব আরোপ করেছেন। এক হলো ঈমান। অন্যটি হলো খিলাফত। এ দুটি পরস্পর নির্ভরশীল। খিলাফতের অবর্তমানে অন্যটি আদায় করা অসম্ভব। ঈমানের পূর্ণতার জন্য দুটিই জরুরী। ঈমান ও খিলাফতের কোনটির একটি বাদ দিলে সেটির জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। শুধু ঈমানের দ্বারা অর্ধেক দায়িত্ব আদায় হয়। আবার ঈমানকে বাদ দিয়ে শুধু খিলাফত কায়েমের চেষ্টা করাও অর্থহীন কাজ বলে গণ্য হয়। এটা পূর্ণ ঈমান নয়। যেহেতু ঈমানদারের

## ٧٣- ونتبع السنة والجماعة - ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة

তরজমা :

৭৩ আমরা রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের জামায়াতের অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসরণ করি (১) এবং বিচ্ছিন্নতা বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টিকে পরিহার করে চলি।

---

জীবনের উদ্দেশ্য দুটোই। তাই দুটোই এক সাথে করে যেতে হবে। রাসূল (সাঃ) এ দুটোর দাওয়াতই এক সাথে দিয়েছেন। একজন দায়ীদের পক্ষ থেকে তাঁর দাওয়াতের বিরোধিতা এবং নির্যাতনও সাথে সাথেই শুরু হয়েছে। (মাওলানা মু তৈয়ব (রঃ), মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ ভারত কৃতবাতে হাকীমুল ইসলাম উর্দু ২য় খন্ড।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ -

النور ٥٥

তরজমা : তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের কে তেমনিভাবে পৃথিবীতে অবশ্যই খলীফা বানাবেন যেমনভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের বানিয়েছিলেন। আর তাদের দীনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করে দেবেন যা তাদের জন্য তিনি পছন্দ করেছেন। এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা শুধু আমারই ইবাদত-বন্দেগী করবে আমার সাথে কাউকেও শরীক করবেনা। (সূরা নূর

٧٤ ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة –

৭৪ । আমরা ন্যায়বান এবং সৎ, বিশ্বস্ত আমানতদার ব্যক্তিদেরকে ভালবাসি আর জালিম ও আমানতের খেয়ানতকারী অসৎ লোকদেরকে ঘৃণা করি

---

(৫৫)।

এখানে খিলাফত ও খিলাফত লাভের অর্থ হলো আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়ে তার নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ইখতিয়ার প্রয়োগ করা। তাই কেবল খাঁটি ঈমানদার ও সৎ মুসলমানরাই আল্লাহর খলিফা হওয়ার যোগ্য। খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এদের পক্ষেই সম্ভব। [illegible] [illegible] একটি দেশ পরিচালনার জন্য [illegible] লোক [illegible] [illegible] লোক যদি পূর্ণ ঈমান, সততা ও যোগ্যতার অধিকারী হয় তবেই তারা প্রকৃত এই খিলাফত লাভ করবেন বলে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] মুসলমানদের খাঁটি ঈমান [illegible] [illegible] [illegible] এ দুনিয়ার [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট নয়। সর্বকালের জন্য আল্লাহর এই ওয়াদা। [illegible] [illegible] এমন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যুগেই [illegible] আল্লাহ মুসলমানদেরকে এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা দান করবেন যা হবে আল্লাহর পছন্দনীয় বিধান মুতাবিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মাধ্যমে এই খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফলেই আল্লাহর দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম মজবুত [illegible] প্রতিষ্ঠিত হবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং মুসলমানরা পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। দুনিয়া মুসলিম শক্তিকে ভয় করবে। [illegible] এই মুসলিম শক্তি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। এ পুরস্কার লাভের জন্য শর্ত হলো খালেস ভাবে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। [illegible] আল্লাহর সাথে শিরক এর বিন্দুমাত্র সংমিশ্রণ ঘটানো যাবে না। মূলতঃ খিলাফত লাভের জন্য যেমন এসব হলো পূর্ব শর্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] মুসলিম জনগোষ্ঠীর [illegible] শিরক মুক্ত থাকলে তবেই আল্লাহর বন্দেগী করা সম্ভব। এজন্যেই খিলাফতকে মুসলমানদের আকীদার বিষয় গুলোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র থাকবে অথচ তা ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক

٧٥- ويقول ألله اعلم فيما اشتبه علينا علمه -

৭৫. [illegible] আমরা বলে থাকি
الله أعلم [illegible] আল্লাহ্ই ভাল জানেন

---

টীকা: এটা ত্বহাবী'র [illegible] মুসলমানরা কুরআন সুন্নাহ [illegible] এবং নিজেদেরকে তাদের সুন্নাত থেকে আলাদা [illegible] দাবী করবে [illegible] অজ্ঞতাই এর মূল কারণ।

ইমাম: ইমাম [illegible] ইসলামী রাষ্ট্র সরকার প্রধানের [illegible] امامت عظمى يا كبرى। [illegible] ইমামের [illegible] امامت صغرى [illegible] তিনি [illegible] থাকে এবং [illegible] সেই রাষ্ট্রের [illegible] ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সরকার প্রধান নিযুক্ত করা [illegible] ইমাম [illegible]

ইসলামী রাষ্ট্র সরকার প্রধানকে [illegible] ইমাম আমীরুল মু'মিনীন কিংবা [illegible] যে কোন [illegible] করা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ) [illegible] ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী [illegible] আল আহকামুস সুলতানিয়াহ [illegible] ইমাম [illegible] শাহ ওয়ালী উল্লাহ [illegible] ইমাম [illegible] [illegible] ইসলামী সরকার প্রধান [illegible] কুরআন হাদীসের [illegible] তা প্রমাণিত করেছেন [illegible] না হলে কুরআন হাদীসের [illegible] একতা জাতীয় শক্তি ও নিরাপত্তা [illegible] জিহাদ বন্ধ হয়ে যায় মুসলমানরা [illegible] অধীন হয়ে [illegible] এমনকি ইমামের [illegible] সরকার প্রধান হবে

٧٦ ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر

৭৬। আমরা সফরে ও মুকীম অবস্থায় মোজার উপর (এক ধরনের মোটা মোজা) মসেহ করা জায়েয মনে করি, যেমন হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে।

---

বলেন, যতদিন তিনি প্রকাশ্য কুফরী না করবেন ততদিন তাকে তাঁর আনুগত্য করে যেতে হবে। শিয়া মতে ইমাম হতে হলে মাসুম বা নিষ্পাপ হওয়া শর্ত। অথচ নবীগণ ছাড়া মাসুম আর কেউ নন। খারেজী ও মুতাযিলাদের মতে ফাসিক ও জালিম খলিফা হতেই পারেন না। [illegible] গেলেও খলিফার পদ শূন্য থাকবে। আর মুরজিয়াদের মতে ফাসেক জালিম যে ব্যক্তিই খলিফা হোক, অন্যায় যতই করুক, কোন রূপ প্রতিবাদ করা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা এ সব মতের মধ্যবর্তী সঠিক ইসলামের আসল পথের কথা বলেছেন। ইমাম তাহাবী এখানে সে কথাই বলেছেন। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীস :

عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلوة -

অনুবাদ : হযরত আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের উত্তম নেতা হলো তারা যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হলো তারা, যাদেরকে তোমরা শত্রু ভাব এবং তারাও তোমাদেরকে শত্রু ভাবে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও, তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়।

٧٧ والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من
المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة-
لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما-

তরজমা ঃ

৭৭. হজ্জ ও জিহাদ দু'টিই ফরয। মুসলমানদের ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি প্রধান শাসনকর্তা হবেন তখন তাঁর নেতৃত্বে, পৃষ্ঠপোষকতায় ও পরিচালনায় কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জ ও জিহাদ জারী ও চালু থাকবে। সেই শাসনকর্তা সৎ ও নেককার হোক কিংবা ফাসেক ও বদকার, কোন কিছুই এ দুটি ফরযকে বাতিল বা ত্রুটি করতে পারবেনা। (অবশ্য শাসনকর্তা সুস্পষ্ট কুফরী বা ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা।)

---

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তা শুনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এমন অবস্থায় আমরা কি তাদের সাথে লড়াই করবো না? জবাবে তিনি বললেন, যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম রাখে ততক্ষণ তা করো না।

عن نعمان بن بشير قال كنا قعودا في المسجد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وكان بشير رجلا يكف حديثه
فجاء أبو ثعلبة نعمان بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول
الله في الأمر، فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته فجلس
أبو ثعلبة الخشني فقال حذيفة قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها - ثم تكون خلافة على
منهاج النبوة فتكون ما يشاء الله أن تكون ثم يرفعها
إذا شاء أن يرفعها - ثم تكون ملك عضا فيكون ما شاء
أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملك

٧٨ ونؤمن بالكرام الكاتبين فان الله قد جعلهم علينا حافظين

**তরজমা :-**

৭৮ আমরা (আমল নামা লেখক) 'কেরামান কাতেবীন' ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান রাখি। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে আমাদের কথা ও কাজের উপর পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষক নিযুক্ত করেছেন

---

جبرية فتكون ماشاء ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها - ثم تكون خلافة على منهاج النبوة - احمد في عدة مواضع منها ٤/٢٧٣ مطولا سنن ابى داؤد ٤/٢١١ وعند الترمذي ٤/٣ ٥ مختصر -

[illegible]

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম বশীরের কাছে রাসূলের হাদীস সংরক্ষিত ছিল। আবু সা'লাবা এলেন বশীর ইবনে সা'য়াদ জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল (সঃ) এর শাসন সংক্রান্ত কোন হাদীস তোমার কাছে সংরক্ষিত আছে? তখন হুজায়ফা (রাঃ, বললেন, আমি রাসূলের (সঃ) ভাষণ সংরক্ষণ করেছি। অতঃপর আবু সা'লাবা খুশানী বসলেন হুজায়ফা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন,

আল্লাহ্ যতদিন চান, তোমাদের মধ্যে ততদিন নবুওয়াত বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ যখন চাইবেন, তা তুলে নেবেন। তারপর নবুওয়াতী পদ্ধতিতে খেলাফত কায়েম হবে। আল্লাহ্ যতদিন চাইবেন তা থাকবে। এরপর আল্লাহ্ যখন চাইবেন তা তুলে নেবেন, অতঃপর নিষ্ঠুর ও দুষ্ট প্রকৃতির বাদশাহী শুরু হবে তিনি যতদিন চাইবেন তা বর্তমান থাকবে। পরে যখন চাইবেন তা তুলে নেবেন। অতঃপর জবর দখলকারী স্বৈরাচারী রাজত্ব শুরু হবে এটাও যতদিন আল্লাহ্ চান, চালু থাকবে। এরপর যখন চাইবেন, তা তুলে নিবেন। অতঃপর নবুওয়াতী পদ্ধতির ও সে মানের খেলাফত কায়েম হবে "(মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ জিলদ, পৃঃ ২৭৩ বিস্তারিত, সুনানে আবি দাউদ, ৪র্থ জিলদ ৩১১পৃঃ

٧٩- ويؤمن بملك الموت الموكل بقبض ارواح العالمين

করবে।

৭৯. আমরা মালাকুল মাউত অর্থাৎ মৃত্যুর ফিরিশতার উপর ঈমান রাখি যিনি বিশ্বের সকল রূহ কবজ করার দায়িত্বে আদিষ্ট আছেন।

---

তিরমিযী এবং মিশকাত *৪৬০০ নম্বর হাদীস।

এই হাদীসের ঘোষণা ও ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের সাথে সাথে নবুয়তী শাসন উঠে যায়। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ), ত্রিশ বছর পূর্ণভাবে সঠিক নবুয়তী ধাঁচে ও পদ্ধতিতে শাসন করেন। এই আমলকেই খোলাফায়ে রাশেদা বলা হয়। অতঃপর জুলুম ভিত্তিক বাদশাহী শুরু হয়। বনী উমাইয়া, আব্বাসী ও তুর্কী উসমানী শাসনের মধ্য দিয়ে এ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর ১৯২৪ সালে তুর্কী খেলাফতের অবসান ও মোস্তফা কামাল পাশার ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শাসন শুরু হয়। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে সর্বত্র এই স্বৈরাচারী শাসনই চলছে। রাসূল (সাঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী এই স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের পরেই দুনিয়াতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। বর্তমানে কোন নিষ্ঠাবান মুসলমানের পক্ষে স্বীকার ও মেনে নেয়ার প্রশ্ন উঠে না। নবী করীম (সাঃ) এর উক্ত হাদীসের দাবী হলো এই হাদীসের বক্তব্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এমতাবস্থায় বর্তমান প্রচলিত স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা এবং ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাণপণে শরীক হওয়া অবশ্যই ফরয হয়ে পড়ে।

টীকা ঃ- ৭৩ সুন্নাত মানে রাসূলে করীম (সাঃ) এর নীতি আদর্শ, তরীকা, পন্থা ও পদ্ধতি। আর জামায়াত মানে মুসলমানদের একমাত্র জামায়াত। যাঁরা হলেন সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের অনুসরণ করে চলেন। এ পথের অনুসারীরা হিদায়াত প্রাপ্ত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের লোক এবং এর বিরোধীরা ভ্রান্ত গোমরাহ ও বেদআতী। এর বিস্তারিত বর্ণনা অন্যত্র দেয়া হয়েছে

টীকা- ৭৭, খিলাফত শব্দের অর্থ হলো প্রতিনিধিত্ব। ইসলামী পরিভাষায়

٨٠- وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم

অনুবাদঃ

৮০। আমরা শাস্তিযোগ্য লোকের কবরে আযাব হওয়া বিশ্বাস করি। আর কবরে মুনকির নাকীর এসে মৃত ব্যক্তিকে তার রব, নবী ও দীন সম্পর্কে যে প্রশ্ন করবেন, আমরা তা-ও বিশ্বাস করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ ব্যাপারে অনেক হাদীস ও বাণী বর্ণিত আছে।

---

ইসলামের বিজয় এবং আল্লাহর কালামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা সাধনা করাই হলো জিহাদ। এই প্রচেষ্টা হাত মুখ, ধনমাল, সময়দান, আয়ু ব্যয়, শ্রম, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা এবং লিখনী দ্বারাও যেমন হয়ে থাকে, তদ্রূপ দুশমনদের মুকাবিলায় লড়াই-সংগ্রাম এবং জীবন দেয়া নেয়ার মাধ্যমেও হয়ে থাকে। যখন যা প্রয়োজন এবং যার যা আছে, এ পথে তখন তা চূড়ান্ত ভাবে নিয়োজিত করাই জিহাদ। আল ইকনা (الاقناع) কিতাবের লেখক জিহাদের বাস্তবতা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার লিখিত এই ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করেছেন:

الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب كالعزم عليه ومنه ما يكون باللسان كالدعوة إلى الإسلام والحجة والبيان والرأي والتدبير فيما فيه نفع المسلمين وبالبدن أي القتال بنفسه - فيجب القتال بغاية ما يمكنه من هذه الأمور (جلد - ١ صـ ٢٥٢)

অর্থাৎ মনের জিহাদ হলো সংকল্প করা। মুখের জিহাদ হলো ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া, যুক্তি প্রমাণ, বক্তৃতা বর্ণনা মতামত পেশ এবং মুসলমানদের উপকার ও কল্যাণে চেষ্টা-তদবির করা। আর জীবন দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করা হলো

٨١ والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران -

**অনুবাদঃ**

৮১. আমাদের মতে কবর হলো বেহেশতের বাগ-বাগিচা সমূহের একটি উদ্যান কিংবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গভীর গহবর।

---

[illegible]

বিগত নবীগণ কেবল শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু একজন ঈমানদারের গোটা জীবন এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই জিহাদে অতিবাহিত করতে হবে। তাই সমস্ত পৃথিবী জোরালো জিহাদ কর। ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম চালানো সেটাও জিহাদ এবং তা করাও ফরয। সূরা আল ফুরকান মক্কায় নাযিল হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে

فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ٥٢

তরজমা ঃ হে নবী! কাফেরদের আনুগত্য কখনো করো না, বরং কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে কঠোর জিহাদ করুন। (৫২)

অথচ মক্কায় তখন সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ ছিলনা। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই কেবল সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ এসেছিল। এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম (রহঃ) লিখেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যে মুহূর্তে রাসূল (সাঃ)-কে নবুওয়াত দান করেছেন সেই মুহূর্ত থেকেই জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাদুল মাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫২।

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র থাকলে যেমন জিহাদ করতে, না থাকলে তা প্রতিষ্ঠার জন্যও জিহাদ করতে এবং কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাহ বিশ্বাসীদের উপর ফরয।

কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং অগণিত হাদীস, উম্মতের ইজমা আর ইমাম মুজতাহিদীনদের রায় হলো এর দলীল। তার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

٨٢- ويؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة – والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان

তরজমাঃ

৮২। কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবন লাভ, যাবতীয় কাজকর্মের বিনিময় লাভ, আমল নামা পেশ হিসেব-নিকেশ, সব আমল নামা পাঠ, পূণ্যের পুরস্কার ও পাপের সাজা, পুল সিরাত এবং মীযান (ন্যায়-অন্যায় পরিমাপের দাঁড়ি পাল্লা) এসব কিছুর সত্যতায় আমরা বিশ্বাস পোষণ করি।

পুনরুজ্জীবন লাভের মানে হলো কিয়ামতের দিন সবার সশরীরে পুনরুত্থান ঘটা, হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়া এবং দুনিয়ার এই শরীরকেই জীবন দান করা।

---

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين – التوبة -٧٣

হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন। (আত-তাওবা-৭৩)
জিহাদের উদ্দেশ্য ফিতনা দমন এবং কাফেরদের ঝাণ্ডা নামিয়ে উত্তোলন।

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير – الانفال - ٣٩

হে ঈমানদারেরা! যতক্ষণ ফিতনা দমিত না হবে এবং দীন ও আনুগত্য পুরোপুরি একমাত্র আল্লাহর জন্য না হয়ে যাবে, ততক্ষণ কাফের মুশরিকদের সাথে লড়াই কর। (আল-আনফাল-৩৯)

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ – بخاری، مسلم

আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ গোটা মানব গোষ্ঠী সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহর

٨٢- والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم الى الجنة فضلا منه - ومن شاء منهم الى النار عدلا منه - وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له

অনুবাদঃ

৮৩। জান্নাত ও দোযখ দু'টিই সৃষ্টি করা হয়েছে। কখনো এ দু'টি বিলীন ও বিনাশ হবেনা। চিরদিন ও অনন্তকাল ব্যাপী বিদ্যমান থাকবে। অন্যান্য মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং পরে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকেও। এখন যাদেরকে তিনি চাইবেন জান্নাত দেবেন এবং এটা হবে তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী। আর যাদেরকে ইচ্ছা জাহান্নামে পাঠাবেন এবং এটা হবে তাঁর ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে। যার জন্য যে কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে সে সেই কাজই করবে এবং যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরিণতিতে সেটাই হবে তার গন্তব্যস্থল।

---

ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, এবং নামায কায়েম না করবে, যাকাত না দেবে, ততক্ষণ তাদের সাথে যেন লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাই। যখন তারা তা করলো, তখন তারা আমার থেকে তাদের রক্ত প্রাণ ও ধন-মাল বাঁচালো। তবে ইসলামের হক ও বিধান মতে পড়ে গেলে আলাদা কথা। আর তাদের হিসেব নিকেশ আল্লাহর উপর। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, এটি মুতাওয়াতির হাদীস)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এর মানে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

٨٤ والخير والشر مقدران على العباد -

٨٥ والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(البقرة – ٢٨٦)

তরজমাঃ

৮৪ ভাল মন্দ দুটোই মানুষের তাকদীরে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৮৫ শক্তি-সামর্থ্য দু'রকম: এর একটি হলো সেই শক্তি, যদ্দ্বারা কোন কাজ অপরিহার্য রূপে সংঘটিত হয় যার অপর নাম তৌফিক বা আল্লাহর মদদ। এর সাথে মাখলুককে সংশ্লিষ্ট ও বিশেষিত করা জায়েজ নেই। এই শক্তি কাজের সাথেই সংশ্লিষ্ট। আর যাবতীয় সাধ্য, ক্ষমতা এবং উপায় উপকরণের সুস্থতা ও কার্যকারিতার দিক দিয়ে যে শক্তি সামর্থ্য সেটি কার্যসম্পাদনের আগেই পাওয়া যায়। আল্লাহর সম্বোধন বান্দাদের প্রতি এই শক্তি সামর্থ্যের সাথেই সংশ্লিষ্ট। যেমন, তিনি ইরশাদ করেন:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا -

তরজমাঃ আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে অধিক দায়িত্ব দেন না (আল বাকারা- ২৮৬)

---

হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার উম্মাতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর বিজয়ী থেকে সংগ্রাম করে যাবে (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ

## ٨٦- وافعال العباد خلق الله وكسب من العبد

৮৬। বান্দাদের যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি এবং বান্দাদের অর্জন (অর্থাৎ মানুষের শ্রম ও চেষ্টা সাধনার ফলে কোন কিছু বাস্তব রূপ লাভ করে, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তা হয়ে থাকে)।

---

## نفاق

যে মুসলমান এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো যে, না কখনো সে আল্লাহর পথে লড়াই সংগ্রাম করেছে, আর না মনের মধ্যে এর সংকল্প করেছে, মুনাফিকীর একটি শাখার উপর তার মৃত্যু হয়েছে। (মুসলিম)

ইমাম কুরতুবী (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, জিহাদের সংকল্প করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه حتى يراجعوا -

অর্থাৎ মুসলমানরা যখন টাকা পয়সার পেছনে পড়ে যাবে, ঈনা নামের (প্রতারণামূলক) ক্রয়-বিক্রয় শুরু করবে, চাষাবাদ নিয়ে মগ্ন হয়ে যাবে এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর নানা প্রকার বিপদ মুসীবত নাযিল করবেন। জিহাদ তাদের দ্বীনের একটি অংশ, যতদিন তারা ফিরে না আসবে ততদিন এসব বিপদ মুসীবত আল্লাহ তাদের থেকে তুলে নেবেন না। (আবু দাউদ)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে

اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالخلافة العامة وغلبة دينه على سائر الأديان لا يتحقق إلا بالجهاد وإعداد آلاته فإذا تركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر أحاط بهم الذل وغلب عليهم أهل سائر الأديان - حجة الله البالغة ج ٢ صـ ١٧٢

٨٧- ولم يكلفهم الله تعالى إلا مايطيقون ولايطيقون إلا ماكلفهم وهو تفسير لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ العلي العظيم - نقول لاحيلة لأحد ولاحركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله - ولاقوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله

তরজমা ঃ-

৮৭. আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের উপর তাদের সাধ্য যতটা কুলায় কেবল ততটা দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর চাপান হয়। আর তিনি তাদের যে আদেশ করেছেন বা তাদের উপর যা চাপিয়েছেন ... তার চেয়ে বেশী বোঝা বহনের সাধ্য বা ক্ষমতা তাদের নেই। ...

---

তরজমা ঃ- কেননা যেহেতু নবী করিম (সাঃ) শেষ নবী ও তাঁহার খেলাফত এবং দুনিয়ার সমস্ত দীন ধর্ম ও মতবাদের উপর দীন ইসলামের বিজয়ের দায়িত্ব সহ প্রেরিত হয়েছেন। তা জিহাদ ও যুদ্ধে প্রস্তুত থাকা ছাড়া কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে পারেনা। মুসলমানেরা যখন জিহাদ ছেড়ে দিবে এবং গরুর পেছনে অর্থাৎ চাষাবাদে লেগে যাবে অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের কে ঘিরে ফেলবে এবং দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও মতবাদীরা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে পড়বে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা জিলদ-২ পৃষ্ঠা ১৭৩)

অতএব সর্বাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জিহাদ করতে হবে। কোন সময়েই আর জিহাদ বন্ধ করা যাবেনা।

ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকলে জিহাদ ফরযে কেফায়া। যত সংখ্যক লোকের প্রয়োজন তারা জিহাদ করলেই অবশিষ্ট সবার তরফ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। না হলে সবাই গুনাহগার হবে। তবে তিন সময় জিহাদ ফরযে আইন (১) যখন দু দলে লড়াই শুরু হয়, (২) যখন শত্রু বাহিনী ইসলামী রাষ্ট্র আক্রমন করে এবং তা ঘেরাও করে ফেলে। (৩) যখন ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার সাধারণ ডাক (نفير عام) দিবেন কিংবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করবেন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا — توبة

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم -

এর অনেক ব্যাখ্যা

এ কথার তাফসীর এবং ব্যাখ্যায় আমরা এটাই বলে থাকি মহান আল্লাহর মদদ ও সাহায্য ছাড়া কারও কোন উপায় নেই নড়াচড়া করারও কোন ক্ষমতা নেই এবং কেউ আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত থাকতেও সমর্থ হয় না অনুরূপ আল্লাহর তাওফীক ছাড়া কেউ তাঁর আনুগত্য প্রতিষ্ঠায় এবং এর উপর অটল থাকার সাধ্য কারো নেই

---

'ফুক' শব্দটির শব্দ হালকা হওয়া থেকে বা আর্দ্রতার । (আভ হাওয়া,

রাসুল (সাঃ) বলেছেন-

وإذا استنفرتم فانفروا -

যখন তোমাদের শত্রু আক্রমণ করে ডাক দেওয়া হয় তখন জিহাদে বেরিয়ে পড় ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের উপর যদি বাইরে থেকে শত্রুদের আক্রমণ শুরু হয় এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠ লোক মুসলমান হয় তখন সাধারণ ডাক দেওয়া কেউ না থাকলেও যদি সাধারণ ডাকের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সবার উপর জিহাদ করা ফরজ হয়ে যায় (শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রঃ), মুসাওয়া শরহে মুয়াত্তা ২য় খন্ড পৃঃ ১২৯)

টীকা ঃ ৮৭ কোন কোন তাফসীরের মতে শেষের কথাটি ঠিক নয় তাঁরা বলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপর যতটা (আদেশ নিষেধ পালনের) বোঝা চাপিয়েছেন তার চেয়ে বেশী বোঝা বহনের ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান ও মেহেরবান তাই তিনি তাদেরকে বোঝা বহনের যতটা ক্ষমতা দিয়েছেন তার চেয়ে কম বোঝা তাদের উপর চাপিয়েছেন। তাদের উপর দীনকে সহজতর করে দিয়েছেন। দীনের ব্যাপারে তাদের উপর কোন রূপ সংকীর্ণতা ও কাঠিন্যতা আরোপ করেননি যেমন হাদীসে বর্ণিত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে সারা বছর রোযা রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন রাসূল (সাঃ) রোযার সংখ্যা কমাতে বললেন তিনি তার চেয়েও বেশী শক্তি সামর্থ আছে বলে জানালেন অবশেষে রাসূল (সাঃ) তাঁকে মাসে তিনদিন রোযা রাখতে বললেন।

٨٨ - وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره - غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداً تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ - (الانبياء ٢٣)

তরজমা ঃ

৮৮ সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান ও ইচ্ছায় এবং তাঁর তাকদীর ও সিদ্ধান্তেই চলছে। তাঁর ইচ্ছা অন্য সব ইচ্ছার উপর বিজয়ী ও প্রবল। যাবতীয় চাল ও কলা কৌশলের উপর তাঁর সিদ্ধান্তই [illegible] তিনি যা চান তা করেন তবে তিনি কখনও যালিম ও অত্যাচারী নন (কারো উপর কখনো কোন যুলুম করেননা, তিনি চিরকালব্যাপী [illegible] ও মহান [illegible] তিনি সব প্রকার মন্দ ও দোষ থেকে পবিত্র এবং সব প্রকার দোষ ত্রুটি ও কলঙ্ক থেকে মুক্ত।

لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ - (الانبياء - ٢٣)

"তিনি যা করেন সে জন্য (কারো কাছে) জবাবদিহি করতে বাধ্য নন, আর অন্য সকলেই (তাঁর কাছে) জবাবদিহি করতে বাধ্য।"(আল-আম্বিয়া-২৩)

---

قال قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال صم صوم

نبي الله داود ولا تزد عليه كان يصوم

يوما ويفطر يوما رواه احمد وفقه السنة وغيرهما

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমি আরও বেশী শক্তি রাখি। রাসূল (সাঃ) থেকে বললেন, তবে আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) এর রোযার মত রোযা রাখ। এর বেশী রেখনা তিনি

৮৯. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات

৯০. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات

৯১. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين -

অনুবাদঃ

৮৯. জীবিত লোকদের দোয়া ও দান সদকায় মৃতদের উপকার হয়।

৯০. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সকলের সব দোয়া কবুল করেন এবং সকলের সব চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করেন। আর কেউ নয়।

৯১. আল্লাহ্ তা'আলাই সব কিছুর মালিক, সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিকারী। তাঁর কোন মালিক নেই। [illegible] পলক মাত্রের জন্যও অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা থেকে মুখাপেক্ষীহীন হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ যদি পলক মাত্র এবং ক্ষণিকের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলা থেকে মুখ ফিরায়, সে তখনই কুফরী করল এবং সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

---

একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ছাড়তেন (অর্থাৎ একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। আহমাদ [illegible] [illegible] দ্রষ্টব্য)।

এতে প্রমাণিত হল, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর যতটা বোঝা চাপিয়েছেন মানুষকে তার চেয়ে বেশী [illegible] ক্ষমতা দিয়েছেন।

টীকা : ১০২. সব মুসলমান এক জামায়াত। সবার ঐক্যবদ্ধ থাকা ইসলামের বিধান। বিচ্ছিন্ন জীবন ইসলামে নিষিদ্ধ। বিভেদ ও দলাদলি শাস্তিযোগ্য।

জামায়াত মানে দলবদ্ধ হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, উম্মাহর সংঘবদ্ধতার আওতায় আসা।

শরীয়াতের পরিভাষায় ক. [illegible] মুসলিম উম্মাহ একতাবদ্ধ ও

৯২ والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى

৯৩ ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير - وحبهم دين وإيمان وإحسان - وبغضهم كفر ونفاق وطغيان -

৯২ঃ আল্লাহ্ তাআলা রাগ ও গোস্বাও হন এবং খুশী ও সন্তুষ্ট ও হন। তবে কোন সৃষ্টি ও মাখলুকের মত নয়।

৯৩ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব সাহাবীকেই ভালবাসি। তবে কোন সাহাবীর ভালবাসায় সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি করিনা এবং সাহাবীগণের কারো সাথে মৈত্রী ত্যাগও করিনা। যারা সাহাবায়ে কেরামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে কিংবা অনুত্তম ও অশোভনীয় ভাবে তাঁদের উল্লেখ করে, আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা উত্তম ও শোভনীয় মূলক পন্থায় ছাড়া অন্য কোন ভাবে সাহাবায়ে কেরামের উল্লেখ করিনা। সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান বা কল্যাণের বিষয়; আর তাঁদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা কুফরী, মুনাফিকী এবং সীমালংঘন ও বিদ্রোহের কাজ।

---

দলবদ্ধ হওয়াকে জামায়াত বলা হয়

৫. জামায়াত বলতে মুসলমানদের জামায়াতকেই বোঝায়, যখন তারা একজন নেতা বা আমীরের অধীনে দলবদ্ধ হয়। (ইমাম শাতেবী, দ্রঃ আল-ই'তিসাম, ২/৩ ...)

হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ) ও এ সংজ্ঞা সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ্ ভিত্তিক কর্মসূচী থাকবে, নেতা থাকবেন, তাঁর আনুগত্য থাকবে, এসব নীতিমালার প্রতি বিশ্বাস থাকবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাবে। এসব মিলে হলো জামায়াত।

١٤ - وثبتت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون -

তরজমা:

১৪। আমাদের সুপ্রমাণিত দৃঢ় অভিমত হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর গোটা উম্মতের মধ্যে অফুরন্ত বুজর্গী ও মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়ার জন্য প্রধান যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। অতঃপর হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ), এরপর হযরত উসমান (রাঃ), তারপর হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)। এরা সবাই খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হিদায়াত প্রাপ্ত ও সত্যপন্থী নেতা ছিলেন।

---

কুরআন বলছে:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا - آل عمران - آيت - ١٠٣

তরজমা: তোমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো যেওনা। (আলে ইমরান- ১০৩)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - آل عمران - آيت - ١٠٥

তরজমা: এবং তোমরা ঐ সব লোকের মতো হয়ে যেওনা, যারা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ (বিধান)

[redacted]

٩٥ وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة - نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبوبكر - وعمر وعثمان وعلي - وطلحة والزبير وسعد - وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة - رضي الله عنهم أجمعين -

অনুবাদঃ

৯৫। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদেরকে বেহেশতবাসী হওয়ার সুখবর দান করেছেন, তাঁর সাক্ষ্য ও ঘোষণা মুতাবিক আমরাও তাঁদের বেহেশতী হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছি। রাসূল (সাঃ) এর কথা নির্ঘাত সত্য। জান্নাতের সুখবর প্রাপ্ত সেই দশজন সাহাবী হলেন:

১। হযরত আবুবকর (রাঃ) ২। হযরত উমার (রাঃ) ৩। হযরত উসমান (রাঃ) ৪। হযরত আলী (রাঃ) ৫। হযরত তালহা (রাঃ) ৬। হযরত যুবায়ের (রাঃ) ৭। হযরত সা'দ (রাঃ) ৮। হযরত সাঈদ (রাঃ) ৯। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এবং ১০। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রাঃ)। এই শেষের জন আমিনুল উম্মাহ (উপাধি প্রাপ্ত) ছিলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন

---

পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যারা এরূপ আচরণ অবলম্বন করে নিয়েছে, তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।' (আলে ইমরান, আয়াত ১০৫)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ আমাকে এ গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। জামায়াত বদ্ধ হয়ে থাকা, (নেতার কথা) শোনা ও (তার) আনুগত্য করা, হিজরত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। কেননা, যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে যাবে (অর্থাৎ দূরে

٩٦ ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق

٩٧ وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل -

তরজমাঃ

৯৬ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবৃন্দ এবং তাঁর নিষ্কলুষ পাক পবিত্র বিবিগণ ও নির্মল নেক সন্তানদের প্রসঙ্গে সব রকম মিথ্যাচার ও দোষারোপী পঙ্কিলতা হতে শোভনীয়, মার্জিত ও সুন্দর পন্থায় কথা বলে সে ব্যক্তি মুনাফেকী থেকে মুক্ত।

৯৭ প্রথম যুগের উলামায়ে সালফে সালেহীন, তাবেয়ীন এবং পরবর্তীকালে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কারী নেক বুজর্গ মুহাদ্দেসীন, ফকীহবৃন্দ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণের উল্লেখ সুন্দর ও মার্জিত ভাবে করা উচিত। যারা অশালীনভাবে তাদের উল্লেখ করে তারা সত্য ও সরল পথ বিচ্যুত

---

সরে যাবে, সে যেন ইসলামের রশিকে গর্দান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পুনরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত । সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে ব্যক্তি যদি নামায পড়ে এবং রোযা রাখে তবুও? তিনি বললেন হাঁ যদিও রোযা রাখে এবং নামায পড়ে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলমান। হারেস আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত মুসনাদে আহমাদ ৪/২০২ হাদীসটি এরূপ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله - فإن من خرج من الجماعة قيد

٩٨ ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء

٩٩ ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم

١٠٠ ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء - ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها - وخروج دابة الأرض من موضعها -

অনুবাদ:

৯৮ আমরা কোন ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে কোন নবীর উপর মর্যাদা দেই না বরং আমাদের মতে একজন নবী সমস্ত ওলীদের চেয়ে উত্তম এবং অধিক মর্যাদাবান।

৯৯ আউলিয়াদের কেরামতে আমরা বিশ্বাস করি যেগুলো তাদের থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় [illegible] প্রমাণিত হয়ে থাকে

১০০ আমরা কিয়ামতের আলামত সমূহ ও শর্তগুলোকে বিশ্বাস করি। সে সব আলামতের মধ্যে রয়েছে দাজ্জালের আবির্ভাব, আসমান থেকে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়মের (আঃ) অবতরণ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং নিজ স্থানের নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে দাব্বাতুল আরদ (যমীনের এক প্রকার বিস্ময়কর জন্তু) এর উদ্ভব

---

شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه إلا أن يرجع قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

يد الله مع الجماعة - ترمذي ٤/٤٦٦

١٠١- ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ولا من يدعي شيئاً
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة

١٠٢- ونرى الجماعة حقاً وصواباً - والفرقة زيغاً وعذاباً

١٠٣- ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين
الإسلام قال الله تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل
عمران ١٩) وقال تعالى ورَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
(المائدة - ٣)

তরজমাঃ ১০১ আমরা গনক বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করিনা এবং এমন কোন ব্যক্তির কথাও বিশ্বাস করিনা যে আল্লাহর কিতাব, নবীর সুন্নাহ ও উম্মাহর মুসলিমদের ইজমা বা ঐকমত্যের বিপরীত কিছু দাবি করে।

১০২ আমরা আল-জামায়াতকে অর্থাৎ গোটা উম্মাহর একটি মাত্র জামায়াতে সংঘবদ্ধ ও সমবেত হয়ে থাকাকে সত্য ও সঠিক মনে করি এবং বিভেদ, অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা এই অবস্থাকে গোমরাহী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করি

১০৩ আসমান ও যমীনে আল্লাহ তায়ালার দীন শুধু একটি মাত্র সেটি হলো 'দীন-ইসলাম' আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران ١٩)

তরজমা ঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হলো ইসলাম। (আলে ইমরান-১৯)

মহান রাব্বুল 'আলামীন আরো বলেছেন ঃ

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة ٣)

তরজমা ঃ এবং আমি তোমাদের জন্য দীন (জীবন বিধান) হিসেবে একমাত্র ইসলামকেই মনোনীত করলাম।' (আল-মায়েদা ৩)

---

আল্লাহর হাত জামায়াতের সাথে (তিরমিযি)

হযরত উমার (রাঃ) বলেছেন,

لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة

١٠٤- وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل - وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس -

তরজমা ঃ

১০৪ ইসলাম অতিরঞ্জন ও সংকোচন, তাশবীহ ও তা'তীল জবর ও কদর এবং নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মাঝামাঝি মধ্য পন্থী একটি দীন বা জীবন ব্যবস্থা

---

إلا بطاعة (الدارمي ١\٧٩) عن تميم الداري موقوف )

জামায়াত ছাড়া ইসলাম নেই, আমীর বা নেতা ছাড়া জামায়াত নেই, আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বেরও কোন অর্থ নেই। (দারেমী, ১/৭৯)

রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله مع الجماعة ( النسائي ٧\٩٢ ومسلم ٢ وأبوداود ٤ وأحمد ٤ )

অতঃপর যাকেই তোমরা দেখবে যে সে জামায়াতে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে কিংবা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাতের কোন বিষয়ে ভাঙ্গন ধরানোর ইচ্ছা করে সে যে কেউই হোকনা কেন, তাকে তোমরা হত্যা করবে। কেননা আল্লাহর হাত জামায়াতের সাথে রয়েছে। (নাসাঈ, মুসলিম আবুদাউদ আহমাদ)

উপরের এসব আয়াত ও হাদীস মুসলিম উম্মার জীবনে জামায়াত বদ্ধ থাকার আবশ্যকতাকে সপ্রমাণ করছে। বর্তমানে দুনিয়াতে 'আল-জামায়াত' বিশ্বাসে আছে, বাস্তবে নেই। তাই উম্মাহর মধ্যে ঐক্যও নেই। এজন্য জগতে মুসলমানরা আজ দুর্বল ও লাঞ্ছিত। সুতরাং পূর্ব গৌরব শ্রেষ্ঠত্ব শক্তি, মান-মর্যাদা পেতে হলে আবার জামায়াতী জিন্দেগীর দিকে ফিরে যেতে হবে

١٠٥- فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء
إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه
ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان - ويختم لنا به
ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة
والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية
والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة
والجماعة وحالفوا الضلالة - ونحن منهم براء وهم
عندنا ضلال وأردياء - وبالله العصمة والتوفيق -

তরজমাঃ

১০৫. উপরে যত কথা বর্ণনা করা হয়েছে, জাহেরী ও বাতেনী ভাবে তা সবই হলো আমাদের দীন এবং আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস। উল্লিখিত ও বর্ণিত এই দীন ও এসব আকীদা-বিশ্বাসের যারা বিরোধী আমরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাদের প্রত্যেকের সাথে সম্পর্কহীনতা ও সম্পর্ক ছিন্নতার কথা ঘোষণা করছি এবং আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া ও মুনাজাত করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর অটল ও কায়েম রাখেন, এই ঈমানের উপরই আমাদের (জীবনের) পরিসমাপ্তি ঘটান, প্রবৃত্তির নানাবিধ খায়েশ ও ভোগ লালসা, বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও ধ্যান ধারণা এবং মারাত্মক ক্ষতিকর ও বাতিল দল

উপমহল থেকে বাতিল ও হেফাজত করেন যেমন মুশাব্বিহা মু'তাযিলা (মুযাহিলা) জহমিয়া জবারিয়া কদরিয়া প্রভৃতি যারা সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী এবং ভ্রান্ত ও গোমরাহীর পতাকাবাহী এসব আন্দোলনের দাবী ও অনুরাগী এদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই কেননা, আমাদের দৃষ্টিতে এরা চরম গোমরাহ বিকৃতমনা ও নিকৃষ্টতম।

হেফাজত ও তৌফীক একমাত্র আল্লাহরই হাতে

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله و صحابه
وسلم والحمد لله رب العلمين -

---

ইমাম তাহাবী রহঃ, তাঁর লেখায় এই তত্ত্বের দিকেই ইংগিত করেছেন। অথচ তখন ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল কয়েকটি গোমরাহ ফেরকা ছাড়া গোটা উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ ছিল। বর্তমানে খেলাফত ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফত কায়েম না থাকায় যাবতীয় কুফল মুসলিম উম্মাহ এক সাথে ভোগ করছে

অবশ্য বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে সব ইসলামী জামায়াত কাজ করছে এগুলো আল জামায়াত নয়, জামায়াত।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي
شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ الانعام اية ١٥٩

তরজমা : যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড বিখন্ড করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, (হে নবী) তাদের সাথে নিশ্চয় তোমার কোনই সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকটই সোপর্দ রয়েছে তিনিই তাদেরকে (পরকালে) অবহিত করে দিবেন যে তারা কি কি করেছে। (আল-আন আম আয়াত- ১৫৯)

এ আয়াতে সম্বোধন নবী করিম (সাঃ) কে করা হলেও সকল মুসলমানই

এই মতদ্বন্দ্বের মধ্যে শামিল। সুতরাং যে ব্যক্তিই সত্যিকার দীন- ইসলামের অনুসারী হবে, সে এসব দলাদলি, ফেরকাবন্দী ও পরস্পরে মতানৈক্যবাজি পরিহার করে কুরআন- সুন্নাহ ভিত্তিক জামায়াতী জীবন যাপন করাকে একান্ত কর্তব্য মনে করবে, কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ-

فانه من فرق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية

- بخاری ومسلم -

যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে তার এই মৃত্যু জাহেলী মৃত্যু হয়েছে  বুখারী, মুসলিম।

●●●

সমাপ্ত

# ইসলামে বিভিন্ন ফেরকার সূচনা ও পরিচয়

খেলাফতে রাশেদার পর রাজতন্ত্র যখন শুরু হয়, তখন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নানারূপ ফেরকার উদ্ভব ঘটে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়। খেলাফতে রাশেদার সময় ধর্ম ও রাজনীতি একই কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। সব রকম মতভেদ ও মতবিরোধের ফয়সালা একই স্থান থেকে আসতো। কিন্তু রাজতন্ত্রের যুগে ধর্মীয় মতবিরোধ দূর করার মত সেরূপ সর্বজনমান্য ও ক্ষমতা সম্পন্ন ফয়সালাকারী কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। ফলে শুরু হয় নানা মতবিরোধ। দেখা দেয় অনেক ফেতনা। সৃষ্টি হয় অসংখ্য ফেরকার। পরে এসব ফেরকা ক্রমশঃ রাজনৈতিক রূপ বাদ দিয়ে নিছক ধর্মীয় রূপ ধারণ করতে থাকে। আবার অনেক এসব ফেরকা ইসলামের মূল আকীদা বিশ্বাস থেকে সরে যেতে থাকে এবং নিজস্ব চিন্তাধারাকে দার্শনিক রূপ দানের প্রয়াস পায়। এসব অসংখ্য ফেরকার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হলো শিয়া, খারেজী, মুতাযিলা, মুর্জিয়া, কাদরিয়া, জাবরিয়া, মুশাব্বিহা, মুয়াত্তিলা, জাহমিয়া প্রভৃতি।

সংক্ষেপে এসব ফেরকার বর্ণনা তুলে ধরা হল।

### শিয়া মতবাদ

হযরত আলী (রাঃ) এর ভালবাসায় এরা অতি বাড়াবাড়ি করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরপর খেলাফতের জন্য তাঁকে যোগ্যতম ব্যক্তি মনে করে এবং খেলাফতকে তাঁর হক বা অধিকার হিসেবে বিশ্বাস করে।

তারা খেলাফতে নয়, ইমামতে বিশ্বাসী। তাদের মতে, ইমাম নিযুক্ত করা নবী করীম (সাঃ) এর দায়িত্ব। জনগণের এখানে করণীয় কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই হযরত আলী (রাঃ) কে তাঁর পরে ইমাম মনোনীত করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) কে, তিনি হযরত হোসাইন (রাঃ) কে। এভাবে প্রত্যেক পূর্ববর্তী ইমাম তাঁর পরবর্তী ইমামকে নিযুক্ত করে গেছেন। এভাবে বারজন ইমাম নিযুক্ত হয়েছেন। সর্বশেষ ইমাম গোপন আছেন। ইমাম মেহদী (আঃ) নামে শেষযুগে তাঁর আবির্ভাব হবে। হযরত আলী (রাঃ) এর

বংশধর ভিন্ন আর কেউ ইমাম হতে পারবেনা। নব ইমাম মা'সুম বা নিষ্পাপ। খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম তিন খলীফাকে তারা স্বীকার করেনা এবং তাঁদেরকে জবর দখলকারী বলে মনে করে। স্বল্প সংখ্যক সাহাবীকে সাহাবী বলে স্বীকার করে। রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসাইন (রাঃ) কে ছাড়া আর কাউকে আহলে বায়েত স্বীকার করেনা। তাদের মতে, তাকিয়া অর্থাৎ প্রয়োজনে আসল উদ্দেশ্য গোপন করে মনে যা নেই মুখে তা প্রকাশ করা জায়েয কোন কোন সময় ফরয।

তারা মুত'আ বিয়ে অর্থাৎ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে করাকে জায়েজ মনে করে।

অযু করার সময় তারা পা মাসেহ করা ফরয মনে করে।

শিয়াদের নিকট যে কোন রকম ইজমা শরয়ী দলীল নয়। তবে ইজমা যদি কোন ইমামের মত প্রকাশ করে কিংবা তারা ইজমায় অংশগ্রহণ করেন, কোন ইমাম যদি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত থাকেন সে ইজমা শরয়ী দলীল বলে গৃহীত হবে।

### খারেজী

মুসলিম উম্মাহর মূল স্রোতধারা ও ইসলামের সঠিক আকীদা বিশ্বাস থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে এদেরকে খারেজী বলা হয়। এরা তাদের আকীদা বিশ্বাসে অত্যন্ত চরমপন্থী ও কঠোর ছিল। এরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং নিজেদের বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল।

সিফফীন যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর বিরোধ মীমাংসার সালিস নিষ্পত্তিতে সম্মত হওয়াতে একদল লোক এদলের উদ্ভব ঘটে। তাদের বক্তব্য ছিল 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ফয়সালাকারী নেই'। এটিই ছিল তাদের নীতি ও স্লোগান। এরা নিয়মতান্ত্রিক 'জালেম' শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা এবং অন্যায়কারী শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ধারণার তারা সমর্থক।

তাদের মতে যে কোন গুনাহ করলে লোক কাফের হয়ে যায়। তাই হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারীগণ এবং সিফফীনের যুদ্ধকালে সালিসে জড়িত ও সমর্থক সবাই কাফের। সাধারণ মুসলমানরা যেহেতু উপরোক্ত সবাইকে কাফের মনে করে না বরং তাদের মানে। অনুসারী ও বটে। নিজেরাও গুনাহমুক্ত নয়, একারণে সর্বসাধারণ মুসলমানরাও কাফের। উপরে উল্লিখিত

সাহাবীগণকে তারা কাফের বলতো, প্রকাশ্যে লানত দিত এবং গালি গালাজ করতো।

তারা মনে করে সাধারণ মুসলমানদের সকলের স্বাধীন মতামত এবং ইসলামের ভিত্তিতেই খলীফা নিযুক্ত হবেন। কুরাইশী এবং অ-কুরাইশী সবাই খেলাফতের যোগ্য। খলীফা ন্যায় ও কল্যাণচ্যুত হলে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁকে পদচ্যুত করা এবং প্রয়োজনে হত্যা করাও অপরিহার্য।

তারা কুরআনকেই কেবল ইসলামী আইনের উৎস মনে করতো। হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রে তাদের ভিন্ন মত ছিল।

সংখ্যায় ও শক্তিতে এদের বড় দল ছিল আযারেকা। এরা চরম পন্থী ছিল। নিজেদের ব্যতীত অন্য সব মুসলমানকে মুশরিক মনে করতো এবং ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারাদিতে তাদের সাথে মুশরিক তুল্য আচরণ করতো।

এদের আর এক দল ছিল নাজদাত। তারা সার্বজনিক প্রয়োজন দেখা দিলেই কেবল খেলাফত বা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিল। না হয় তা নিষ্প্রয়োজন মনে করতো।

খারেজীদের মধ্যপন্থী দল ছিল আবাদিয়া। চিন্তা ও বিশ্বাসে এরা সাধারণ মুসলমানদের নিকটতর ছিল। তাই এখন পর্যন্ত এরা আজও টিকে আছে। সাধারণ মুসলমানদের ব্যাপারে এদের মত হলো, তারা মুশরিকও নয়, মুমিনও নয়। তবে আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার কারণে কাফের। অ-খারেজী মুসলমানদের হত্যা করা হারাম এবং তাদের দেশ দারুত্ তাওহীদ। তবে সরকারের কেন্দ্রস্থল দুশমনের ঘাঁটি। এ কারণেই মুসলিমদের সাথে প্রকাশ্য যুদ্ধ জায়েয এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত সবকিছু গনীমতের জন্য। তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য, বিয়ে শাদী ও উত্তরাধিকার জায়েয।

খারেজীদের মতে মুনাফেকদের দলনেতা প্রথম মুসলিমদের খেলাফত শত্রু ছিল হযরত আলী (রাঃ)। কে দেখামাত্র এ শ্লোগান দিত لا حكم الا لله আল্লাহ ছাড়া আর কোন ফয়সালাকারী নেই। এতদশ্রবণে তিনি বললেন, তাদের কথাটি সত্য তবে বাতিল উদ্দেশ্যে। তারা যা দাবী করছে সার্বভৌমত্ব এবং একচ্ছত্র রাজত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর একথা ঠিক। তবে তারা এই মনে করছে আল্লাহ ছাড়া জনগণের আর কোন আমীর বা নেতাও নেই। অথচ আহলে সুন্নাতের মতে,

ভাল-মন্দ যেমন হোক, মুসলমানদের একজন নেতা হওয়া অতি জরুরী। যার শাসনের ছায়াতলে ঈমানদাররা কাজ করবে। অমুসলিমরা উপকৃত হবে। মানব গোষ্ঠী আল্লাহর অনুগ্রহে স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। এই নেতা দুশমনদের সাথে লড়াই করবেন। গণীমতের মাল জমা করবেন, মানুষের চলাচলের রাস্তা সমূহের নিরাপত্তা বিধান করবেন। দুর্বলদেরকে শক্তিমান ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালীদের থেকে কিসাস বা খুনের বদলা নেয়ার শক্তি যোগাবেন। সৎ লোকেরা তার শাসনাধীনে শান্তি ও আরাম পাবে এবং অসৎ লোকদের থেকে নিষ্কৃতি পাবে।"[1]

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও নেতা নির্বাচন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করা সুন্নী আকীদার খেলাফ।

## মু'তাযিলা

এ মতবাদের জনক ওয়াসিল ইবনে আতা, তার জন্ম মদীনায় ৮০ হিজরী ও মৃত্যু ১৩১ হিজরী সালে। উমাইয়া খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের আমলে। বনী উমাইয়াদের আমলে এ মতবাদের সৃষ্টি এবং আব্বাসী আমলে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী ইসলামী জগতের উপর এর প্রভাব সমূহ প্রসারিত ছিল।

কথিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরীর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, এযুগে কিছু লোক (খারেজীরা) বিশ্বাস করে যে, কবীরা গুনাহকারী কাফের। অন্য একটি দলের মতে ঈমান থাকলে কোন গুনাহতেই কোন রকম ক্ষতি হয়না, যেমন কুফরী অবস্থায় ইবাদত করায় কোনই লাভ নেই। এক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি? তিনি ব্যাপারটি চিন্তা করছিলেন। এমন সময় ওয়াসিল উত্তর দিয়ে বসলো, আমার মতে কবীরা গুনাহকারী পুরো মুমিনও নয় এবং কাফেরও নয়। অতঃপর সে একটি থামের (স্তম্ভের) কাছে দাঁড়িয়ে হযরত হাসান বসরীর ছাত্রদের সামনে তার আকীদা ব্যাখ্যা করতে লাগলো, কবীরা গুনাহকারী এজন্য মুমিন নয় যে, মুমিন একটি গুণবাচক শব্দ। গুনাহগার হিসেবে সে কোন গুণের যোগ্য থাকেনা। অন্যদিকে সে কাফেরও নয়। কেননা সে কালেমায়

১ তারীখে তাফসীর ও মুফাসসিরীন, গোলাম আহমদ হারীরী, পৃঃ ৫০৩, আল মিলাল ওয়ান নেহাল, আল্লামা শাহরাস্তানী, জিল্দ-১

বসরী। এর সাথে সংযোগ অন্যান্য [illegible] তওবা না করে মারা যায়, তবে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। [illegible] আখিরাতে কেবল দু'টি দলই থাকবে জান্নাতী ও জাহান্নামী। [illegible] হবেনা। অবশ্য এধরনের লোককে মুসলিম হিসাবে নেয়া হবে।[১]

তার কথা শুনে হাসান বসরী রঃ বললেন, اعتزل عنا।

(আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হয়ে যাও। এ কারণে ওয়াসিল ও তার মতাবলম্বীদের কে মু'তাযিলা বলা হয়। এর মানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দল।

উমাইয়া খলীফা ইয়াজীদ ইবনে ওলীদ ও মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদও মু'তাযিলা মত গ্রহণ করেন। আব্বাসী আমলে এ মতবাদের খুব উৎকর্ষ সাধিত হয়। সে যুগের হক্কানী আলেমগণ এই বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম চালান। কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক জবাব দিয়ে এই মতবাদের ভ্রান্তি তুলে ধরেন। এসময় মু'তাযিলারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ওয়াসিল বসরায় এবং বিশর ইবনে মু'তামির বাগদাদে নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব দেন। এ দু দলের চিন্তাধারায় অনেক পার্থক্য ছিল।

মু'তাযিলাদের পাঁচ মূলনীতি

মু'তাযিলাদের পাঁচটি মূলনীতি হলো তাওহীদ, আদল, ওয়াদা, এবং ওয়ীদ কুফর ও ইসলামের মধ্যবর্তী স্তর নির্ধারণ এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার।

মু'তাযিলাদের আকীদা

১. তাওহীদ- অর্থাৎ আল্লাহর আকার আকৃতির কোন সাদৃশ্য ও নমুনা নেই। তিনি নিরাকার। তাঁর অনুরূপ কোন কিছুই নেই। তাঁর সত্তাগতো তাঁর কোন প্রতিপক্ষ নেই। মানুষ যেসব ঘটনা ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, আল্লাহর পাক সত্তা এসব থেকে মুক্ত। তিনি কোন রকম কাল ও কালান্তরের মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্থান সংযোগ, আনন্দ উল্লাস, দুর্বলতা ও অক্ষমতা এবং কোন নারী স্পর্শ থেকে মুক্ত। তাঁর স্ত্রীর প্রয়োজন নেই, নেই কোন সন্তানের প্রয়োজন।[২]

মু'তাযিলারা এই নীতির ব্যাখ্যায়

১ অধ্যাপক [illegible] [illegible] ও মুসলিম দর্শন পৃঃ [illegible]
২ ইমাম আবুল হাসান আশআরী, মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন

ক) কিয়ামতের সময় আল্লাহ তায়ালাকে দেখা অসম্ভব বলে মনে করে কেননা, তাহলে আল্লাহর দেহ ধারণ ও দিক নির্ভরতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

খ) আল্লাহর গুণাবলী মূল সত্তা থেকে পৃথক নয়। নতুবা অনাদি সত্তার সংখ্যাধিক্য ঘটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

গ) উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতে তারা কুরআনকে সৃষ্ট (مخلوق) মনে করে কেননা, তারা কালাম বা কথা- রূপ গুণকে আল্লাহর গুণ (صفات) বলে স্বীকার করে না।

২। আদল বা ইনসাফ এর অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ বিপর্যয় ও বিশৃংখলা পছন্দ করেননা। তিনি মানুষের কার্যাবলীকে সৃষ্টি ও করেন না। মানুষ আল্লাহর আদেশ সমূহকে পালন [illegible] এবং নিষেধ সমূহ থেকে বিরত থাকে। এটা সেই ক্ষমতার কারণে হয় যা আল্লাহ তায়ালা [illegible] দান করেছেন। আল্লাহ সেই নির্দেশই দেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং [illegible] নিষেধ করেন যা তিনি খারাপ মনে করেন।

[illegible] ভাল কাজই তিনি আদেশ করেছেন এবং এমনই [illegible] নিষেধ করেছেন এবং [illegible] তিনি [illegible] শাস্তি [illegible]।

৩। ওয়াদা এবং ওয়ীদ এর অর্থ আল্লাহ নেক কাজের পুরস্কার ও বদ কাজের শাস্তি দেন এবং [illegible] তওবা করা ছাড়া [illegible] ক্ষমা করেন না।

৪। মুমিন ও কাফিরের মধ্যবর্তী স্থান নির্ধারণ। মু'তাযিলাদের [illegible] ঈমান আর এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন।

ঈমান হলো উত্তম স্বভাব চরিত্রের সমষ্টির নাম, যখন কারো মধ্যে এসব সদ্গুণ বিদ্যমান থাকে তখন সে ঈমানদার। 'মুমিন' একটি প্রশংসাসূচক নাম। যেহেতু ফাসেকের মধ্যে এ উত্তম গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেনি সেহেতু সে এ প্রশংসা পদবাচ্য লাভের যোগ্য নয়। সুতরাং তাকে 'মুমিন' পদবাচ্যে অভিহিত করা যায়না। তবে বাস্তবে তাকে একেবারে কাফেরও বলা যেতে পারেনা। কেননা

সে ক্যাডমা শাহাদাত কিয়ানী এবং ... [illegible] বিদ্যমান। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। [illegible] গুণ্ডা করা ছাড়া বাকা যায় তবে ... [illegible] থাকবে। কেননা, আফিয়াতে এক বৃহৎ ... [illegible] দল যাবে ... [illegible] তার শক্তি কিছুটা লঘু হবে এবং ... [illegible] হবে।

৫. আমরা বিল ... [illegible] তাবলীগের ... [illegible] মুসলমান ... [illegible] নিকট ... [illegible] সকল উপায়ে ... [illegible] লড়াই ... [illegible]

[illegible]

মুরাহিদ ... [illegible] উদ্ধৃত ... [illegible] চিন্তাবিদ ... [illegible] কথাবলীর ... [illegible] করে। সুতরাং ... [illegible] করে।

মুরাহিদ ... [illegible] সমার্থ অস্বীকার ... [illegible] হতে ... [illegible] তারা আল্লাহ ... [illegible] এবং আল্লাহর একত্ব ... [illegible] গুণাবলীর ধারণ ... [illegible]

১ ... [illegible] ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪৭

করেছে কুরআনকে [illegible]। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মত হলো পবিত্র কুরআন আল্লাহর অসৃষ্টি (غير مخلوق) [illegible] এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু মু'তাযিলারা এমতের বিরুদ্ধে। তারা [illegible] মতে কুরআনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তা চিরন্তন নয়।

## কাদারিয়া

কদরিয়া "তাকদীর অস্বীকার করা"। এরা মানুষের তাকদীর অস্বীকার করে। এদের আকীদা হলো, মানুষ [illegible] ক্রিয়াকর্মে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। তা ভাল মন্দ যাই হোক, সে সকল কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা। এদেরকে কদরিয়া ফেরকা বলা হয়।

## জাবারিয়া

জবরিয়া অর্থ [illegible]। এরা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিতে বিশ্বাস করেনা এবং পবিত্র কুরআনের [illegible] আয়াতগুলোর অনুসরণ করে। তাদের মতে মানুষ ইচ্ছা শক্তিহীন ও অদৃশ্য শক্তির নিকট জড় পদার্থগুলোর [illegible] মতো অসহায়। মানুষ [illegible] কর্ম সৃষ্টি করতে না পারে তা অর্জন করে। এরা মনে করে মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এতে তাদের কোন হাত নেই। এদের মত কদরিয়াদের মতের বিপরীত। তাদের একদল [illegible] উপর বিশ্বাস করে। অন্যদল বিশ্বাস করেছে স্রষ্টাকে সৃষ্টির উপর। একদল [illegible] ক্রিয়াকর্মে একমাত্র তাকদীর [illegible] সীমালংঘন ও [illegible]। অন্যদল তার বিপরীত করেছে।

## জাহমিয়া

জহম ইবনে সাফওয়ান নামক এক ব্যক্তি এমতের প্রতিষ্ঠাতা। সে আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করে এবং আল্লাহকে [illegible] নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও অসাড় মনে করে। তার মতে জান্নাত ও জাহান্নাম একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর পরিচয় লাভের নামই হলো ঈমান। আর এর অভাব [illegible] হলো কুফরী।

## মুরজিয়া

শীয়া ও খারেজীদের পরস্পর বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় 'মুরজিয়া' মতবাদের প্রকাশ ঘটে। হযরত আলী (রাঃ) এর বিভিন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে তার পূর্ণ সমর্থক, চরম বিরোধী এবং নিরপেক্ষ একেকটি দল ছিল। এরা গৃহযুদ্ধকে ফেতনা এবং অন্যায় মনে করতো, তবে কারা ন্যায় বা অন্যায়ের পথে সে

ব্যাপারে সন্দিগ্ধ। তিনি তাদ্বারা [illegible] অন্যদের কর্মসমূহের ভার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলেন [illegible] উঠলো এবং কুফরী ও ঈমানের [illegible] তাদের নিরপেক্ষতার পক্ষে আল্লাহর [illegible] আলোচনা করা হলো :

১। কেবল আল্লাহ্ ও রাসূলের [illegible] ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইসলাম [illegible] লোক কবীরা গুনাহ্ যা ই করুক [illegible] একজন মুসলমান।

২। কেবল ঈমানের [illegible] গুনাহ্ ই ক্ষতি করেনা। শিরক থেকে [illegible] নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

কোন কোন মুরজিয়াদের [illegible] কেউ কেউ একজনের মধ্যে [illegible] থেকেও কেউ যদি মুখে কুফরী [illegible] গ্রহণ করে, তবুও সে পূর্ণ ঈমানদার [illegible]

তাদের অপরাধটি বড় ছিল [illegible] লোকদের আদেশ এবং গুনাহের [illegible] দিতনা। সরকারের দুর্নীতি [illegible] অন্য লোকদের অন্যায় বাধাদান [illegible]

বস্তুতঃ মুরজিয়াদের মতে [illegible] নেই। একমাত্র [illegible] তাই তাদের নাম মুরজিয়া।

## মুশাব্বিহা

তাশবীহ থেকে এ শব্দ গঠিত [illegible] শাস্ত্র স্রষ্টার সাথে কোন সৃষ্টির [illegible] করাকে তাশবীহ বলে। যে সম্প্রদায় [illegible] তাদেরকে মুশাব্বিহা বলে। যেমন [illegible] আকৃতি আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য [illegible] কোন মানবীয় গুণ সাব্যস্ত করে, [illegible]

গুণের সাথে সৃষ্টি আল্লাহকে সমতুল্য মনে করে বা তাঁর সাদৃশ্য স্বীকার করে যেমন তারা আল্লাহর জন্য মানুষের মতো দেহ, আকৃতি হাড় গোশত মুখ, কান প্রভৃতি আছে বলে স্বীকার করে। অন্য সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যমূলক তুলনা করে। এটা হলো তাশবীহ। আর কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর গুণাবলীর কোন বিশেষ গুণের অংশীদার বা সমকক্ষ মনে করা হলো 'শিরক'। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এ উভয়রূপ আকীদাই তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ কোন সৃষ্টিই যেমন কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে তুলনীয় নয়। তেমনি আল্লাহও কোন অংশেই কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন। এটিই তাওহীদের আসল অর্থ।

এদের যারা মনে করে আল্লাহ দেহ ও আকৃতি বিশিষ্ট এবং তিনি স্থান ও দিকের মুখাপেক্ষী। তাদেরকে মুজাস্‌সিমা ফেরকা বলে।

এদের আরও দু'টি ফেরকা হলো ইত্তেহাদীয়া ও হুলুলিয়া ফেরকা। এ দু'ফেরকার আকীদা হুলুল এবং ইত্তিহাদ। তাদের মতে সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ করে আল্লাহ যে তাদের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছেন। অতএব সব কিছুই আল্লাহ। এই আকীদাকেই আরবীতে 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' ও ফারসীতে 'হামাউস্ত' আর বাংলায় সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদেরই উপমহাদেশে নুরানিয়া। এরা 'আল্লাহর কুদরতকে নূর হতে আলাদা মনে করে। এটি কুফরী আকীদা। আল্লাহ তায়ালা নূর নন। তিনি নূরের স্রষ্টা। যেমন আয়াতে আল্লাহকে 'আসমান যমীনের নূর' বলা হয়েছে সেখানে 'নূর' মানে আল্লাহর নূরের স্রষ্টা বা আসমান যমীনের সবার হেদায়াতদানকারী কিংবা ঈমানদারদের অন্তরে হেদায়াতের আলো দানকারী। ইমাম নববী, ইমাম হাজার আসকালানী, আল্লামা আইনী, আল্লামা আলূসী প্রমুখ মনীষী এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

## মুয়াত্তিলা

এ শব্দটি এসেছে 'তা'তীল' থেকে। এদের আকীদা হলো আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ) এর নিকট যাবতীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করে এখন সম্পূর্ণ বেকার, স্থবির, নিষ্ক্রিয় ও ক্ষমতাহীন হয়ে আছেন। যেমন একদল দার্শনিক মনে করেন যে দশটি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, একে একে সে গুলো আল্লাহ থেকে নিঃসৃত হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি এখন সম্পূর্ণ বেকার, ক্ষমতাহীন ও স্থবির। নাউজুবিল্লাহ। এরা আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর অর্থবাচকতা ও অর্থবোধকতা অস্বীকার করে।

# আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয়

## اهل السنة والجماعة

কুরআন মজীদে সুন্নাহর অর্থঃ

১. পন্থা পদ্ধতি এবং সীরাত ও চরিত্র. ২. আল্লাহর হুকুম নির্দেশ ও ফয়সালা, আদেশ ও নিষেধ, ৩. হিকমাত।

হাদীসে সুন্নাহর অর্থঃ ওহীয়ে গায়রে মাতলু' অর্থাৎ রাসূল সাঃ এর বাণী যা কুরআন মাজীদের দ্বিতীয় উৎস, রাসূলের সুন্নাহ যা কুরআনের তাফসীর ব্যাখ্যা। রাসূল সাঃ এর কথা কাজ ও অনুমোদন।

রাসূল সাঃ বলেছেন-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله -

"তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস আমি রেখে গেলাম, যতদিন এদু'টি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে, ততদিন কখনও তোমরা গোমরাহ ও সত্যপথ বিচ্যুত হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (ইমাম মালেক মুয়াত্তা কিতাবুল কদর, অধ্যায় ১, অনুরূপ হাদীস শাব্দিক কিছু রদবদল সহ অন্যত্র আছে।)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ কে ইয়েমেনে গবর্নর করে প্রেরণ কালে রাসূল সাঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন

أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله -

তোমার সামনে যদি কোন বিচার আসে, কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে"

তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে আমি ফয়সালা করব। রাসূল সাঃ প্রশ্ন করলেনঃ তা হলে যদি তাতে বিষয়টি না থাকে? জবাব দিলেন: তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর ভিত্তিতে। (দারেমী: পৃঃ-৬০)

রাসূল সাঃ বলেছেন :

إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة (البخاري -كتاب الفتن وصحيح مسلم في كتاب الإيمان)

'আমানত মানুষের মনের মূলে নাযিল হয়েছে। অতঃপর তারা কুরআন থেকে তারপর সুন্নাহ থেকে তা জেনেছে

আল্লাহ তায়ালার বাণী ويعلمهم الكتب والحكمة

এখানে কিতাব অর্থ কুরআন এবং হিকমাহ অর্থ সুন্নাহ। যেমন ইবনে আব্বাস রাঃ ইবনে মাসউদ রাঃ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম সুন্নাহ মানে কুরআনের বাইরে রাসূল সাঃ যা নিয়ে এসেছেন তা বুঝিয়েছেন

রাসূল সাঃ বলেছেন :

فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ - ابن أبي عاصم في كتاب السنة ٢٩/١ وأبو داود في باب لزوم السنة - والترمذي في كتاب العلم- الباب (١٦) وأحمد في المسند -١٢٦/٤ والبيهقي في الاعتقاد -)

তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক ইখতিলাফ ও মতভেদ দেখতে

পারে। এ সময় আমার সুন্নাত এবং সঠিকপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মেনে চলা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। তোমরা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে এ সুন্নাহর উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকবে।"

হযরত আবু বকর রাঃ বলেছেন:

> السنة حبل الله المتين الشرح لابن ١٦٠

সুন্নাহ হল আল্লাহর মজবুত রশি।"

হযরত আবদুল্লাহ রাঃ বলেছেন:

> سن رسول الله صـ ويُعَلِّمُ الناس السنن سنن
> ـ ص-١/١٣٦

রাসূলুল্লাহ সাঃ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন মানুষকে সুন্নাহ শিক্ষা দিই।

হযরত উমার রাঃ বলেছেন

> إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم
> بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله سنن
> الدارمي-١/ ٤٩

"অচিরেই এমন সব লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআনের সন্দেহপূর্ণ আয়াতগুলোর অর্থ নিয়ে তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে। তখন তোমরা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে। কেননা আহলে সুন্নাহ যারা তারাই আল্লাহর কিতাবে অধিক জ্ঞানী।"

সাঈদ ইবনে জোবায়ের (মৃত্যু ৩৮৭হিঃ)

> عمل صالحا ثم اهتدى ،

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন এর অর্থ

لزوم السنة والجماعة

অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে অপরিহার্য ভাবে ধরে থাকা।

(الشرح والابانة على اصول السنة والديانة - لابن بطه ١٢٨ توفى ٣٨٧ هـ

ইমাম আওযায়ী (মৃত্যু- ১৫৭ হিঃ) বলেছেন.

خمس كان عليها اصحاب النبي صـ لزوم الجماعة واتباع السنة (شرح السنة للبغوى- ٢٠٩/١

সাহাবাগণ পাঁচটি জিনিসের উপর ছিলেন. আল-জামায়াত ধারণ করে থাকা এবং সুন্নাতের অনুসরণ

ইমাম যোহরী রাঃ বলেন ; আমাদের অতীতের আলেমগণ বলতেন সুন্নাহ আকড়ে থাকাতেই নাজাত। (দারেমীর সুনান-১/৪৫ আল্লামা ইবনে মুবারক আসযোহদ- ১/২৮১)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রঃ বলেছেন ;

ن السنة هى الشريعة وهى ماشرعه الله ورسوله من الدين - مجموع الفتاوى- ٤٣٦/٤

শরীয়াতই সুন্নাহ আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাঃ দ্বীনের ব্যাপারে যা নির্ধারণ ও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা-ই হল শরীয়াত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার রাঃ হযরত জাবির ইবনে যায়েদ রাঃ কে বলেছেন :

فلاتفت الابقران ناطق اوسنة ماضية سنن الدارمى -١٤٤/١

'তুমি একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতেই ফতোয়া দিবে

হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (মৃত্যু ৯৪ হিঃ) বলেছেন :

سمعت انت تفتي برأيك فلا تفت برأيك إلا أن تكون سنة
عن رسول الله ص او كتاب منزل - سنن الدارمي - ١/٥٩

কুরআন কিংবা রাসূলের সুন্নাহর ভিত্তিতেই রায় দিবে। তোমার নিজের মত রায় দিবেনা।'

হাসসান ইবনে আতিয়া রাঃ (মৃত্যু-১২০ হিঃ) বলেছেন :

كان جبريل ينزل على رسول الله ص بالسنة كما ينزل
بالقرآن- ( مجموع الفتاوى لابن تيمية - ٣/٣٦٦

জিবরাইল আঃ সুন্নাহ নিয়েও আল্লাহর রাসূলের উপর নাযিল হন, যেমন নাযিল হন কুরআন নিয়ে।'

শরীয়তের যেসব বিধান ফরয নয় নফল বা মুস্তাহাব, সে সবকেও সুন্নাহ বলা হয়। রাসূল সাঃ বলেছেন

فإن الله عز وجل فرض عليكم صيام رمضان وسننت
لكم قيامه (احمد فى المسند - ١/١٩١

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মাহে রমযানের রোযা ফরয করেছেন আর আমি রমযানের রাতে তোমাদের জন্য কিয়াম (অর্থাৎ তারাবীহর নামায) কে সুন্নাত করেছি।'

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে, সুন্নাহ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কুরআনের বাইরে রাসূল সাঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তাঁর কথা, কাজ, অনুমোদন, রীতি, পদ্ধতি, হেদায়েত, সিদ্ধান্ত ও চরিত্র, তাঁর শরীয়াত, পূর্ণাঙ্গরূপে দ্বীনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা এবং শাখা প্রশাখা, সাহাবায়ে কিরামের ইজমা, ঈমান ও ধর্ম সংক্রান্ত অদৃশ্য যাবতীয় বর্ণনা, আকীদা, হুকুম আহকাম, কর্মনীতি ও চরিত্র সম্পর্কে উন্নত ও

বলেছেন, কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে সত্যাশ্রয়ী নেতৃবর্গ, ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদগণ, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ যেসব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, এবং ইজমায়ে উম্মাহ- এসব কিছু যারা অনুসরণ করে এবং মেনে চলে তাদেরকে আহলে সুন্নাহ বলে।

## আল জামায়াত

শরীয়তের দৃষ্টিতে আল-জামায়াত বলতে বোঝায় ঃ

১। রাসূল সাঃ এর আমলের, সাহাবায়ে কিরামের যুগের বিশেষভাবে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সর্বসাধারণ সাহাবায়ে কিরামের দলই হল আল-জামায়াত। নেতৃত্ব, আইন-কানুন, বিধান এবং দীন-ও দুনিয়ার সব বিষয়ে তাঁরা হক ও সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তাঁরাই দীনকে সঠিক ভাবে ধারণ করেছেন, প্রচার করেছেন, নবীর আদর্শকে বহন করেছেন। রাসূল সাঃ তাঁদের প্রতি ইন্তেকাল পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেছেন। তাঁরা কোন গোমরাহী বা ভ্রান্তির উপর ঐক্যবদ্ধ হননি।

আল্লামা শাতেবী রঃ তাঁদের শানে বলেছেন ঃ 'বিশেষভাবে সাহাবায়ে কিরামের দলকেই আল-জামায়াত বলা হয়। কেননা, তাঁরাই দীনের ভিত্তি কায়েম করেছেন, এর খুঁটি সুদৃঢ় সুসংহত ও করেছেন। তাঁরা কখনও মূলত কোন গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হননি। এমনটি অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। (আল-ইতেসাম ২-২৬২)

এর পরে হলেন তাবেয়ীন অর্থাৎ নীতি আদর্শ, পন্থা পদ্ধতি সর্ব ক্ষেত্রে যাঁরা সাহাবায়ে কিরামকে অনুসরণ করেছেন তাঁরাও আল-জামায়াতের উপর অটল ছিলেন।

অতঃপর যাঁরা তাবেয়ীনদের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, সেই তাবে তাবেয়ীনগণও আল-জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা আল-জামায়াত ও সুন্নাহর সঠিক অনুসারী ছিলেন।

এভাবে যেসব বিজ্ঞ আলেম, ফকীহ, ইমাম, মুজতাহিদ, আল-জামায়াত ও

সুন্নাহর পথে চলেছেন। তাঁরাও আল-জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব যারা নবী করীম সাঃ ও সাহাবায়ে কিরামের সেই নীতি, আদর্শ ও পথ অনুসরণ করেছেন এবং বর্তমানে করছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবেন, এরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী এবং নাজাত প্রাপ্ত দল হিসেবে পরিগণিত হবেন।

হযরত উমর রাঃ বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাঃ বলেছেন : عليكم بالجماعة ايا كم والفرقة فان الشيطان مع الو احد وهو من الاثنين ابعد ومن اراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة ، احمد فى المسند ٢٧٨/٤، ٣٧٥......... وابن ابى عاصم فى السنة - ٤٤/١

আল-জামায়াতের মধ্যে শামিল থাকা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এবং এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরিহার করা অপরিহার্য। কেননা একজনের সাথে থাকে শয়তান। দু'জন থেকে সে দূরে সরে যায়। যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে চায়, আল-জামায়াতের অর্ন্তভুক্ত হওয়া তার কর্তব্য।

রাসূল সাঃ বলেছেন :

يد الله على الجماعة – ابن ابى عاصم فى السنن-١/٤٠

'আল্লাহর রহমতের হাত আল-জামায়াতের উপর।'

يدالله مع الجماعة – ( الترمذى -كتاب الفتن

আল্লাহর রহমতের হাত আল-জামায়াতের সাথেই রয়েছে।

فانه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية – ( صحيح البخارى – كتاب الفتن ق- فتح

البارى

আল-জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যে মারা গেল, তার জাহেলী মৃত্যুই হল।

সুতরাং নবী করীম সাঃ ও সাহাবায়ে কিরাম যে নীতি ও আদর্শের উপর ছিলেন, যারা সে নীতি ও আদর্শের উপর থাকবে, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং অনুসরণ করে চলবে। তাঁরা যে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন,তার উপর ঐক্যবদ্ধ থাকবে। দ্বীনের ব্যাপারে ভেদাভেদে লিপ্ত হবে না। হকপন্থী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকবে,তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না এবং সালাফে সালেহীনের 'ইজমা' মেনে চলবে, তাদেরকেই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' নামে অভিহিত করা হবে।

ইসলামে আকীদার গুরুত্ব

'আকীদা'-শাব্দিক অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং একনিষ্ঠভাবে সত্যতা স্বীকার করা।

পারিভাষিক অর্থ, এমন দৃঢ় ও মজবুত ঈমান, যাতে সন্দেহ-সংশয় প্রবেশের বিন্দুমাত্র পথও ঈমানদারের নিকট না থাকে।

ইসলামে আকীদা মানে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি, তাঁর একত্ব, এককত্ব ও আনুগত্য সংক্রান্ত জরুরী ও অপরিহার্য বিষয় গুলোর প্রতি, তাঁর ফেরেশতা কুল, কিতাবসমূহ, নবী রাসূলগণ, আখিরাত, তাক্বদীর এবং যাবতীয় দলীল প্রমাণসহ বর্ণিত গায়েবী বিষয়াবলী, খবরাখবর ও অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃঢ় ঈমান পোষণ করা। চাই তা ইলম ও জ্ঞান সংক্রান্ত কিছু হোক কিংবা হোক আমল ও কর্মকান্ড সংক্রান্ত কোন কিছু।

মূলত মুসলমানদের নিকট তাঁদের ঈমান আকীদার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। যাবতীয় আমল ও কর্মকান্ড আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া সম্পূর্ণরূপে আকীদা সঠিক হওয়ার উপরই নির্ভরশীল।